রাঁচি, বুধবার
03:01:2024
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>085 >> 17 Poush 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৮৫ >> << ১৭ই, পৌষ ১৪৩০>>

পরমাণু বিদ্যুতের রমরমার কারণে ইউরেনিয়ামের চাহিদা বাড়ছে

নিউ ইয়র্ক ঃ বিকল্প জ্বালানি হিসেবে পরমাণু বিদ্যুতের কদর বাড়ছে। অথ্চ এক্ষেত্রে রাশিয়ার আধিপত্য ও সে দেশের উপর নির্ভরতা কমানোর উদ্যোগ এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। ফলে ইউক্রেনে হামলার কারণে নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও রাশিয়ার কাছ থেকে ইউরেনিয়াম কিনতে বাধ্য হচ্ছে পশ্চিমা বিশ্ব। সূর্য ও বাতাস অফুরন্ত জ্বালানির উৎস, যা কাজে লাগিয়ে পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। তবে কোনো দেশের পক্ষে শুধু এই দুই উৎসের উপর পুরোপুরি নির্ভর করা কঠিন। অনেক দশক ধরে পরমাণু বিদ্যুৎ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। গত কয়েক বছরে এই উৎস বাড়তি গুরুত্ব পেয়েছে। গোটা বিশ্বে নতুন পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। ফুয়েল রডের জন্য জীবাশ্মভিত্তিক উপাদান হিসেবে ইউরেনিয়ামের প্রয়োজন হয়। গোটা বিশ্বে এই ধাতুর চাহিদা বেড়ে চলেছে। কিন্তু কোন কোন দেশে ইউরেনিয়াম উত্তোলন করা হয়? তালিকারশীর্ষে রয়েছে কাজাখস্তান। সেখানে বছরে ২১ হাজার টনেরও বেশি ইউরেনিয়াম উত্তোলন করা হয়। তার পরেই রয়েছে ক্যানাডা, নামিবিয়া ও অস্ট্রেলিয়া। রাশিয়া তালিকায় ছয় নম্বরে রয়েছে। পরমাণু জ্বালানি উপদেষ্টা মাইকেল শ্নাইডার বলেন, ‘‘এখন বলা যেতে পারে, যে কাজাখস্তান রাশিয়ার প্রভাবের বলয়ে রয়েছে। ইউরোপের জন্য সেই প্রভাবের ক্ষেত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০২২ সালে ইউরোপের প্রায় ৪৪ শতাংশ ইউরেনিয়াম রাশিয়া ও কাজাখস্তান থেকেই এসেছিল।’’

বাজার দর
SENSEX : 71892.48 -379.46
NIFTY : 21665.80 -76.11

রাঁচি PARA UPDATE
সর্বোচ্চ 23.00 °c | সর্বনিম্ন 11.00 °c
সূর্যাস্ত (আজ) ›› 17.15 টা
সূর্যোদয় (কাল) ›› 06.30 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা ›› 75,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

ইসরাইল গাজা থেকে ইসরাইল কিছু সেনা প্রত্যাহার করবে

গাজা ঃ সোমবার ইসরাইল বলেছে, তারা প্রশিক্ষণ ও বিশ্রামের জন্য গাজা ভূখণ্ড থেকে কিছু সেনা প্রত্যাহার করছে। কারণ সেনারা হামাসের বিরুদ্ধে মাসের পর মাস ধরে চলবে এমন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ইসরাইল গাজায় হামলা হ্রাস করতে এবং বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য তার শীর্ষ মিত্র যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে চাপের মধ্যে রয়েছে। সোমবার গাজা ভূখণ্ডে হামাস জঙ্গিরা কয়েক দফা রকেট ছুঁড়েছে, যার ফলে ইসরাইল জুড়ে বিমান হামলার সাইরেন বাজতে শুরু করে। হামাস ইসরাইলকে লক্ষ্য করে যে রকেট হামলা চালিয়েছে সে হামলায় কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। ইসরাইলের বাহিনী গাজায় হামাসকে নির্মূল করার জন্য অভিযান চালাচ্ছে। সোমবার গাজায় ইসরাইলের সেনাবাহিনী স্থল ও বিমান অভিযান অব্যাহত রেখেছে। ইসরাইলের প্রতিরক্ষা বাহিনী জানিয়েছে, এই অভিযানের ফলে একজন হামাস কমান্ডার নিহত হয়েছে, যিনি দক্ষিণ ইসরাইলে ৭ অক্টোবরে সন্ত্রাসী হামলার জন্য দায়ী যোদ্ধাদের নেতৃত্বে সহায়তা করেছিলেন। রবিবার যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনী লোহিত সাগরে একটি মারস্ক কনটেইনার জাহাজে ইরানসমর্থিত জঙ্গিদের হামলার প্রতিক্রিয়ায় হুথিদের তিনটি নৌকা ডুবিয়ে দিয়েছে। ইয়েমেন ভিত্তিক দলটি হামাসকে সমর্থন প্রদর্শনে লোহিত সাগরে জাহাজগুলোকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। হামাস গাজা ভিত্তিক জঙ্গি গোষ্ঠী। তারা অক্টোবরে ইসরাইলে আক্রমণ করেছিল। এরপর হামাসকে নির্মুল করার লক্ষ্যে ইসরাইল গাজায় আক্রমণ করে। অক্টোবরে হামলার পর ইসরাইল হামাসকে দমন করার অঙ্গীকার করে তাদের সামরিক অভিযান শুরু করে। হামাসের অক্টোবরের হামলায় ইসরাইলে প্রায় ১২০০ জন নিহত হয় এবং প্রায় ২৪০ জন জিম্মিকে বন্দী করা হয় যার ১২৯ জন এখনো গাজায় হামাসের হাতে বন্দী বলে মনে করা হচ্ছে। ইসরাইলের সেনাবাহিনী বলেছে, যুদ্ধে এখন পর্যন্ত তাদের ১৭২ জন সেনা নিহত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে।

মণিপুরে আবার গুলি, নিহত চার

মণিপুর ঃ নতুন করে অশান্তি শুরু হয়েছে মণিপুরে। উপত্যকার প্রতিটি জেলায় কারফিউ ঘোষণা করা হয়েছে।

নতুন বছরের প্রথম দিন থেকেই নতুন করে অশান্তি শুরু হয়েছে ভারতের উত্তর পূর্বের রাজ্য মণিপুরে। দুইপক্ষের সংঘর্ষে অন্তত চারজনের মৃত্যু হয়েছে। বেশ কয়েকজন আহত। সোমবার থৌবাল জেলায় কয়েকজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি হাতে স্বয়ংক্রিয় বন্দুক নিয়ে বসতি এলাকায় ঢুকে পড়ে। স্থানীয় মানুষ জানিয়েছেন, এলাকায় ঢুকে ওই ব্যক্তিরা স্বয়ংক্রিয় বন্দুক থেকে এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। ঘটনাস্থলেই কয়েকজনের মৃত্যু হয়। অন্যদিকে, স্থানীয় মানুষ ওই ব্যক্তিরা যে গাড়িতে এসেছিল তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়। স্থানীয় এক ব্যক্তি জানিয়েছেন, ’’এলাকায় এক পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলছিল ওই আক্রমণকারীরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। এরপরেই গুলি চালাতে শুরু করে ওই ব্যক্তিরা।’’

এই সংঘর্ষের পিছনেও জাতিগত বিবাদ আছে বলে স্থানীয় এক সূত্র জানিয়েছেন। নাম প্রকাশ করা যাবে না এই শর্তে স্থানীয় প্রশাসনের সূত্রও একই কথা জানিয়েছে । তবে পুলিশ এবং প্রশাসন প্রকাশ্যে এই বিবাদের কারণ নিয়ে কিছু বলছে না। ঘটনার পরেই উপত্যকার পাঁচটি জেলায় কারফিউ জারি করা হয়। এরমধ্যে রাজধানী ইমফলও আছে। ইমফল ইস্ট এবং ওয়েস্ট দুইটি জেলাতেই কারফিউ জারি করা হয়েছে।

এতদিন কুকির সঙ্গে মেইতেইদের সংঘর্ষ চলছিল মণিপুরে। এবার সেই সংঘর্ষে অন্য গোষ্ঠীও ঢুকে পড়েছে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। তবে প্রকাশ্যে এ নিয়ে কেউই মুখ খুলতে চাইছেন না।

ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী এন বিরেন সিং একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছেন। ঘটনার জন্য দুঃখপ্রকাশ করে তিনি বলেছেন, ‘‘আক্রমণকারীদের ছাড়া হবে না। মোবাইল পুলিশ টিম তাদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে। হাত জোড় করে আক্রান্তদের কাছে তিনি ক্ষমা চেয়েছেন।’’

এর ঠিক দুইদিন আগেই পুলিশ এবং নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে একটি গোষ্ঠীর গুলির লড়াই হয়েছে মোরেহ এলাকায়। মিয়ানমার সীমান্তবর্তী মোরেহতে গত প্রায় একবছর ধরে একের পর এক সংঘর্ষ চলছে। দুইদিন আগের ঘটনায় চারজন নিরাপত্তারক্ষী আহত হয়েছেন।

নতুন বছরের শুরুতে হামলার খবর দিয়েছে ইউক্রেন, রাশিয়া

খারকিভ ঃ রাশিয়া এবং ইউক্রেন সোমবার মারাত্মক আক্রমণের খবর দিয়েছে। দুই পক্ষই গোলাগুলি ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে। পূর্ব ইউক্রেনে রাশিয়া অধিকৃত ডনেটস্ক অঞ্চলে রুশ নিয়োগকৃত প্রধান বলেছেন, ডনেটস্ক শহরে গোলাবর্ষণে ৪ জন নিহত ও ১৩ জন আহত হয়েছে। গভর্নর ওলেহ কিপার বলেছেন, ইউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চলে রাশিয়ার ড্রোন হামলার ধ্বংসাবশেষ ওডেসাতে আবাসিক ভবনগুলোতে আঘাত হেনেছে। এতে একজন নিহত ও তিনজন আহত হয়েছে। ইউক্রেনের বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনী ইউক্রেনের পশ্চিমাঞ্চলে লেভিভ অঞ্চলে বেশ কয়েকটি ড্রোন ভূপাতিত করেছে। সেখানকার কর্মকর্তারা একথা জানিয়েছেন। ইউক্রেনের বিমান বাহিনী সোমবার বলেছে, সামগ্রিকভাবে রাশিয়া ৯০টি ড্রোন নিক্ষেপ করেছে, যার মধ্যে ইউক্রেনের বিমান প্রতিরক্ষা ৮৭টি ড্রোন ভূপাতিত করেছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি নতুন বছরের এক ভাষণে বলেছিলেন, ২০২৪ সালে রাশিয়া আমাদের দেশী উৎপাদনের উত্তাপ অনুভব করবে অন্তত দশ লাখ ইউক্রেনীয় ড্রোন উৎপাদন করা হবে। তিনি ক্রাইমিয়ায় একটি রুশ জাহাজে ইউক্রেনের সাম্প্রতিক হামলার ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন, কৃষ্ণ সাগরে আমাদের ক্রিয়াকলাপ রাশিয়ার ইতিহাসে একটি অন্ধকার অধ্যায়ে পরিণত হয়েছে। জেলেন্সকি বলেছেন, ইউক্রেন নিশ্চিতভাবে জানে না যে, নতুন বছর কী নিয়ে আসবে, এটি যাই আনুক না কেন, আমরা আরও শক্তিশালী হবো। জাতির উদ্দেশে প্রিরেকর্ডেড নতুন বছরের ভাষণে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন রাশিয়ার ঐক্যবদ্ধ সমাজের প্রশংসা করেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, রাশিয়া কখনোই ইউক্রেনের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধে পিছপা হবে না।

জার্মানিতে বন্যাদুর্গত এলাকায় শলৎস

বার্লিন ঃ লোয়ার স্যাক্সনির বন্যাদুর্গত এলাকা ঘুরে দেখলেন জার্মানির চ্যান্সেলর শলৎস। বললেন, এক হয়ে বন্যার মোকাবিলা করতে হবে।

জার্মানিজুড়ে প্রবল বৃষ্টির ফলে নদীগুলির জলস্তর বাড়ছে। লোয়ার স্যাক্সনির অনেক জায়গায় বন্যার জল ঢুকে পড়েছে। জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হাজার হাজার কর্মী পরিস্থিতি সামলাবার চেষ্টা করছেন। এই অবস্থায় জার্মানির বন্যাদুর্গত বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শন করলেন চ্যান্সেলর শলৎস। ২০২৩-এর শেষদিনে এবং নতুন বছরের ঠিক আগে তিনি ঘুরলেন বন্যাক্রান্ত এলাকায়। মানুষকে বললেন, ’’আবহাওয়া ও প্রকৃতি আমাদের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। এখন স আমাদের এক হয়ে তার মোকাবিলা করতে হবে। এটাই এখন সবচেয়ে জরুরি কাজ।’’ তিনি বলেছেন, ’’বিভিন্ন সংস্থা বন্যার বিরুদ্ধে লড়াই করছে। পুলিশ, দমকল, সশস্ত্র বাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবীরাও তাতে সামিল হয়েছেন।’’

শলৎস উত্তর লোয়ার স্যাক্সনির বন্যাদুর্গত এলাকা ঘুরে দেখার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন।

গত কয়েকদিন ধরে জার্মানির বিবিন্ন অঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। লোয়ার স্যাক্সনি, নর্থ রাইন-ওয়েস্টলিয়ায় প্রচুর মানুষ বন্যাক্রান্ত।

নদীর জল এখন একটু কমলেও কর্তৃপক্ষের আশঙ্কা, বৃষ্টি ও বন্যার ফলে বাঁধের মাটি নরম হয়ে গেছে। ফলে অনেক জায়গায় বাঁধ বা নদীর পাড় ভেঙে যেতে পারে।

সরকরি কর্মকর্তারা ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষ যেন বন্যা-পর্যটনে না যান। ’তাতে জরুরি ভিত্তিতে হাতে নেয়া কাজ ব্যহত হবে।

সরকারি কর্মকর্তারা বলেছেন, হ্যানোভারের কাছের শহরে ফ্লাড ট্যুরিজমের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় জরুরি পরিষেবার কাজ ব্যহত হচ্ছে। তাই অত্যন্ত জরুরি কারণ না থাকলে বাড়ির বাইরে যাওয়া বা ওই শহরে ভিড় না জমাবার জন্য অনুরোধ করেছে প্রশাসন।

বিতর্ক রামমন্দির নিয়ে রাজনীতি করছে বিজেপি ঃ শশী থারুর

অযোধ্যার মন্দির উদ্বোধনে নিমন্ত্রণ নিয়ে বিতর্ক

অযোধ্যা (এজেন্সী)ঃ সকলে ডাক পাননি অযোধ্যার রাম মন্দির উদ্বোধনে। যারা পেয়েছেন, তাদেরও সকলে যাচ্ছেন না।

রীতিমতো বিবৃতি দিয়ে বামপন্থিরা জানিয়ে দিয়েছেন, তারা মন্দির উদ্বোধনে যাবেন না। সিপিএম-এর সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তিনি বা তার দল অংশগ্রহণ করবে না।

এদিকে রামমন্দিরে কাদের ডাকা হচ্ছে, কারা নিমন্ত্রণ পাচ্ছেন, তা নিয়ে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিজেপির বহু নেতাই নিমন্ত্রণ পেয়েছেন। আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বিজেপি-শাসিত একাধিক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে।

রামমন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। প্রকাশ্যে না বললেও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন না বলেই সূত্র জানিয়েছে। তৃণমূলের সূত্র জানিয়েছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, এই অনুষ্ঠানটি শেষপর্যন্ত একটি বিজেপির অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হতে বসেছে। এবং বিজেপি রামমন্দির উদ্বোধনকে আগামী জাতীয় নির্বাচনের প্রচারে ব্যবহার করবে। এ কারণেই মমতা এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চান না। তবে প্রকাশ্যে তৃণমূল এখনো কোনো মন্তব্য করেনি।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ, কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, সোনিয়া এবং রাহুল গান্ধীকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে অধীর চৌধুরীকেও। তবে কংগ্রেসের সূত্র জানিয়েছে, সোনিয়াও এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন না। তিনি তার প্রতিনিধি পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু কংগ্রেসও এখনো পর্যন্ত প্রকাশ্যে এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।

কংগ্রেসের একাধিক নেতা জানিয়েছেন, তাদের এই অনুষ্ঠানে ডাকা হয়নি। এবং এই না ডাকার পিছনে রাজনীতি কাজ করছে বলে তাদের দাবি। এনিয়ে টুইট করেছেন কংগ্রেসের নেতা শশী থারুর। তিনি বলেছেন, রামমন্দির নিয়ে রাজনীতি করছে বিজেপি। বস্তুত, ধর্মকে নিয়ে রাজনীতি করা হচ্ছে। প্রায় একই সুরে অভিযোগ জানিয়েছেন সাবেক কংগ্রেস নেতা কপিল সিবল এবং এনসিপি নেতা শরদ পাওয়ার। কপিল সিবল বলেছেন, ‘রাম আমার বুকে। কিন্তু রামমন্দির উদ্বোধন নিয়ে যা চলছে, তা রাজনীতি।’ শরদ পাওয়ারও জানিয়েছেন, তাকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি রাজনৈতিক কারণে।

শিবসেনার নেতা এবং মহারাষ্ট্রের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে বলেছেন তাকে নিমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এর আগে একাধিকবার অযোধ্যায় গিয়ে রামমন্দিরে পুজো দিয়েছেন উদ্ধব। নদীতে আরতি করেছেন। উদ্ধবেরও অভিযোগ, মন্দিরের উদ্বোধন নিয়ে রাজনীতি করা হচ্ছে।

আরেক শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত আরো এক কাঠি উপরে গিয়ে বলেছেন, রাম নিয়ে রাজনীতি করছে বিজেপি। রামের নামে তারা ভোট পাওয়ার ছক কষছে। যা নিয়ে রামমন্দিরের প্রধান পুরোহিত আচার্য সত্যেন্দ্র দাস বলেছেন, ‘কেবলমাত্র তাদেরই আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে, যারা রামের ভক্ত।’ বস্তুত, এই মন্তব্য নিয়েও নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

এদিকে বলিউডের প্রায় সমস্ত অভিনেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে অমিতাভ বচ্চন, অক্ষয়কুমাররা আমন্ত্রণ পেলেও ডাকা হয়নি বলিউডের সবচেয়ে চর্চিত তিন খানকে। আমির, শাহরুখ এবং সলমন খান। এখানেও রাজনীতির গন্ধ পাচ্ছে কোনো কোনো মহল।

JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK web : www.rashtriyakhabar.com epaper.rashtriyakhabar.com

শুরু হলো কুলতলি ব্লকে সুন্দরবন কৃষ্টি মেলা

সুন্দরবন ঃ এই কৃষ্টি মেলায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এর মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন কুলতলী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপা সরদার উপস্থিত ছিলেন কুলতলী ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক সুচন্দন বৈদ্য, কুলতলী পঞ্চায়েত সমিতির একাধিক কর্মদক্ষ শাহাদাত সেখ, পূর্ণেন্দু হালদার ,বিমল মন্ডল, হাড়োমনি নস্কর, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য বামনী সর্দার , পনচায়েত সদস্য আবুবক্কার সরদার, অর্জুন কৃষ্ণ বায়েন, চন্দ্রকান্ত হালদার সহ একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ও বিশিষ্ট শিক্ষক তপন মন্ডল । বিগত ৩৪ বছর এই সুন্দরবন কৃষ্টি মেলা। কৃষি প্রদর্শনী একাঙ্ক নাটক গান সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ একগুচ্ছ অনুষ্ঠান। সপ্তাহ ব্যাপী চলবে এই অনুষ্ঠান আর এ প্রসঙ্গে কুলতলী ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক সুচন্দন বৈদ্য।

সোনার দোকানের ছিনতাইয়ের ঘটনা রাজ্য জুড়ে হইচই

মালদা ঃ মালদার সোনার দোকানের ছিনতাইয়ের ঘটনা রাজ্য জুড়ে হইচই ফেলে দিয়েছিল। মালদার সোনার দোকানের ছিনতাইয়ের ঘটনা রাজ্য জুড়ে হইচই ফেলে দিয়েছিল। সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি জলপাইগুড়িতে যাতে না ঘটে সেজন্যে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে দেখা যাচ্ছে জেলা পুলিশকে।। সারারাত নিয়মিত পুলিশি অভিযান যেমন চলছে সোনার দোকানগুলো সহ শহরের বিভিন্ন গলিগুলি। তেমনি সাদা পোষাকের পুলিশও ঘুরছে শহর জুড়ে। এছাড়া যেসমস্ত সিসিটিভি ক্যামেরা শহরে লাগানো রয়েছে সেগুলি ঠিকঠাক কাজ করছে কি না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে জেলা পুলিশ সুপার। শহরের নিরাপত্তা নিয়ে জেলা পুলিশ সুপার আরও জানান নাকা চেকিং থেকে শুরু করে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।' বৃহস্পতিবার রাতেও দেখা গেছে শহরে পুলিশি অভিযান চলছে। এক পুলিশ কর্মী অকপট স্বীকার করেছেন,'মালদার ঘটনার পর বাড়তি নজরদারি দেওয়া হচ্ছে।' এদিকের পুলিশের এই কড়াকড়িতে খুশি সোনা ব্যবসায়ীরা। এক সোনা ব্যবসায়ীর বক্তব্য, 'মালদার ঘটনার পর আমরা জেলা পুলিশ সুপার কে স্মারকলিপি দেই। তারপর পুলিশ সুপার যে পদক্ষেপ নিচ্ছে তাতে আমরা অনেক টা নিশ্চিত।'

রেল রেল লাইনের ধার থেকে মা ও শিশুর মৃতদেহ

মালদা ঃ মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সংলগ্ন কৃষ্ণপল্লী এলাকার রেল লাইনের ধার থেকে মা ও শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে জোর চাঞ্চল্য এলাকায়। শুক্রবার সকালে মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মর্গে পাঠায়। তবে কি কারনে মৃত্যু তার তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। মৃতদেহের নাম ও পরিচয় এখনো পাওয়া যায়নি।

নিউটাউন ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমনে আসেন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ

কলকাতা ঃ শুক্রবার সকালে নিউটাউন ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমনে আসেন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ

কার্নিভাল ঘিরে হাওড়ায় তৃণমূল বনাম তৃণমূলের সংঘাতে তুলকালাম। ক্রীড়ামন্ত্রীর সামনেই প্রতিমন্ত্রী-পুত্রশাকের লড়াই। ঘনিষ্ঠদের হাতাহাতি। দলের রাশ নিজের হাতেই! দেগঙ্গার কর্মি সম্মেলনে ফের বুঝিয়ে দিলেন মমতা। সাংগঠনিক কমিটি ভেঙে কোর কমিটি, ১০দিনে অন্তর রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ। দুর্নীতিতে ধৃত বালুর পাশেই মমতা। দলকে দুর্বল করতে নেতাদের গ্রেফতারির অভিযোগ। ফের কলকাতায় টাকার পাহাড়! কেষ্টপুরে ১ কোটি ৮৫ লক্ষ বাজেয়াপ্ত ! ভুয়ো কল সেন্টার খুলে বিদেশিদের প্রতারণার মামলায় পাটনা ইডির অভিযান। বছর শেষে ফিরল করোনা আতঙ্ক। ৫ মাস পরে রাজ্যে মৃত্যু। শ্বরশ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি। করোনা রিপোর্ট আসার আগেই সত্তোরোর্দ্ধের মৃত্যু। বাম বিজেপি তে কড়া মমতা। কংগ্রেসে নরম। মতুয়া মহা সম্মেলন ঘিরে বনগাঁতে তীব্র বিতর্কের মুখে শান্তনু ঠাকুর, ডায়মন্ড হারবারে রেকর্ড সংখ্যক বার্ধক্য ভাতা দিতে চলেছেন অভিষেক।

এখনো জমিদাতার এর পরিবারের কেউ চাকরি পাননি

কলকাতা ঃ সরকারের সাথে চুক্তি হয়েছিল নতুন আইসিডিএস সেন্টার এ পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়া হবে। তেমনটাই দাবি করছেন জমি দাতা । সেই জমিতে আজ থেকে প্রায় সাত থেকে আট বছর আগে নতুন আইসিডিএস ভবন হয়েও গেছে সরকারি অনুদানে। কিন্তু এখনো জমিদাতার এর পরিবারের কেউ চাকরি পাননি। এই নিয়ে দুই পক্ষের বিবাদে খেসারত দিচ্ছেন শিশুরা। খোলা আকাশের নিচে আজও চলছে রান্না সেই খাবার খেয়ে শিশুরা পুষ্টি পাচ্ছেড

যদিও গাজোল ব্লকের সিডিপিও খোকন বৈদ্য জানিয়েছেন, সরকারকে তিনি স্বেচ্ছায় তার জমি দান করেছেন সে ক্ষেত্রে ভবন তৈরি হয়েছে বিষয়টি আমার নজরে রয়েছে। আমি দুবার পরিদর্শনও করে এসেছি ভবনটি। চাকরি দেওয়ার বিষয়টি যেটা জমিদাতা দাবি করছেন সে বিষয়ে দেখা হবে। ভবনটি না ছাড়লে আগামী দিনে জমিদাতার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করব ।

গাজোল ব্লকের রসিকপুর গ্রামে একটি শিশু আলোয় রয়েছে । সরকার থেকে প্রায় ৭ থেকে ৮ বছর আগে শিশুদের পুষ্টিকর খাবারের জন্য ও পড়াশোনার জন্য এই ভবনটি তৈরি করা হয়েছিল ।কিন্তু আজ প্রায় এত বছর কেটে যাওয়ার পরও শিশুদের এখনো খোলা আকাশের নিচে শিশুদের পুষ্টিকর খাবার রান্না করা হচ্ছে। সেখানেই শিশুদের পড়াশোনা করানো হচ্ছে। যার ফলে সমস্যায় পড়ছেন শিশু তার অভিভাবক অভিভাবিকা কারা।

শিশুদের অভিভাবকদের অভিযোগ ভবন থাকা সত্ত্বেও সেখানে শিশুরা প্রবেশ করতে পারছে না। খোলা আকাশের নিচেই শিশুদের এই ভাবেই কাটাতে হচ্ছে। এই বিষয়ে ব্লক প্রশাসন, সিডিপিও দপ্তরে অভিযোগ করা হয়েছে কিন্তু এখনো অব্দি কোন প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। গ্রামবাসীদের আরো অভিযোগ যার জমিতে এই ভবনটি তৈরি হয়েছে সে জমির মালিক ক্ষিতিশ সরকার তাদেরকে জানাচ্ছে তারা এই ভবন ছাড়বে না। তার জায়গায় এই ভবন তৈরি হয়েছে কোন প্রশাসন তাদেরকে কিছু করতে পারবে না। অভিভাবকদের অভিযোগ অভিযুক্ত ক্ষিতীশ সরকার তার পিছনে শাসকদলের মদত রয়েছে বলেই প্রশাসন তার এখনো অব্দি কিছু করতে পারছে না। সে নিজেও তৃণমূলের সমর্থক এমনটাই দাবি করছেন গ্রামের স্থানীয়রা।

যদিও জমিদাতা ক্ষিতীশ সরকার জানান সরকার তার কাছ থেকে জমি নিয়েছিল শিশুদের আইসিডিএস কেন্দ্র হবে বলে ।এবং সেই সময় সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার পরিবারের একজনের চাকরি দেওয়া হবে এবং মাসে মাসে এক হাজার টাকা ভবনের ভাড়া দেওয়া হবে ।কিন্তু ভবন তৈরি হওয়ার পর সরকার সেই প্রতিশ্রুতি রাখেনি। সরকার তাদের সাথে প্রতারণা করেছে। গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন জানান আমাদের সরকার কোন রকম ভাবে কোন অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় না সে তৃণমূল করে বলেও সেজে প্রশ্রয় পাবে সেটা নয়। বিষয়টি নিয়ে আমি খোঁজখবর নিব। আগামী দিনে রশিখ পুর এর যে শিশুলায় আছে সেটা যাতে শিশুদেরই হয় সে বিষয়ে আমরা চেষ্টা করব।

অবৈধভাবে চাষ হচ্ছিল গাঁজা, খবর পেয়েই অবৈধ গাঁজার গাছগুলো কেটে দিলো ফরাক্কা থানার পুলিশ

কলকাতাঃ আইনকে অমান্য করে অবৈধ চাষ করা গাঁজা, সেই বানচাল করলো মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা থানার পুলিশ প্রশাসন। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের ফরাক্কার নয়েনসুখ পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কুলিদিয়ারচর এলাকায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা ব্লকে কুলিদিয়ারচর এলাকায় হানা দেয় ফরাক্কা থানার পুলিশ প্রশাসন। সেখানে বিভিন্ন এলাকা মিলিয়ে কয়েক বিঘা জমিতে অবৈধ ভাবে গাঁজা চাষ করছিল। সেই খবর পেয়ে ফরাক্কার বিডিও, ফারাক্কা থানার আইসি দেবব্রত চক্রবর্তী, আবগারি দপ্তরের আধিকারিকের উপস্থিটিতে অবৈধ গাঁজা গাছ কেটে দেওয়া হয়। যদিও কাউকে গ্রেফতার হয়নি। তবে এই পুরো বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে ফরাক্কা থানার পুলিশ প্রশাসন।

১৮ তম বিশ্ব ডুয়ার্স উৎসবের উদ্বোধন

আলিপুরদুয়ার ঃ শুরু হলো আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে ঐতিহ্যবাহী বিশ্ব ডুয়ার্স উৎসব। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে এই উৎসবের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী বুলু চিক বাড়াইক, আলিপুরদুয়ার জেলাশাসক আর বিমলা, পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। এদিন এই ডুয়ার্স উৎসব উপলক্ষে আলিপুরদুয়ার বি এম ক্লাব এর মাঠ থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শুরু করে আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ড ডুয়ার্স উৎসব প্রাঙ্গনে উপস্থিত হন ডুয়ার্স উৎসব ডুয়ার্স উৎসব কমিটির সদস্যরা এবং বিভিন্ন জনজাতির মানুষেরা।এদিন বাংলার মাটি বাংলার জল উদ্বোধনী সংগীত করলেন ১৫০ জন বিভিন্ন জনজাতির মানুষেরা। জানাযায় আজ থেকে ডুয়ার্সের ঐতিহ্যবাহী এই উৎসব শুরু হয় আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে যা চলবে আগামী ৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত।

অল ইন্ডিয়া ফেয়ার শপ রেসন ডিলার ফেডারেশন ধর্মঘটের ডাক দেন

কলকাতা ঃ অল ইন্ডিয়া শেয়ার প্রাইস অফ ডিলার ফেডারেশনের পক্ষ থেকে একটি অবস্থান বিক্ষোভের কর্মসূচি নেওয়া হয় যার স্থান হয় নিউমার্কেট খাদ্য ভবনের সামনে সকাল ১১ টা দিয়ে বিকেল চারটে পর্যন্ত এই সারাদিন চলা সমাবেশে দিগম্বর বসু আগামী দিনের আংঃদালনের কর্মসূচি গুলো উল্লেখ করেন এবং তাদের দাবিদাওয়া গুলো নিয়ে দিল্লি সফরে রওনা দেবেন। এবং একই জানুয়ারি দিয়ে অল ইন্ডিয়া ফেয়ার শপ রেসন ডিলার ফেডারেশন ধর্মঘটের ডাক দেন এবং ১৬ তারিখ অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের সঙ্গে দেখা করবেন এবং ডেপুটেশন দেবেন। আর রেশন পাবেন না সাধারণ মানুষ। এমনটাই জানালেন বিষম্ভর বসু। তার দাবি দীর্ঘদিন ধরে তারা সরকারের নজরে আনার চেষ্টা করছেন কিন্তু কোনভাবেই তা সম্ভব হচ্ছে না অগতাই অবশেষে তারা এই পথ বেছে নিতে বাধ্য হলেন। বিগত বহুদিন ধরেই একদিকে যেমন তারা ওজনে কম মাল পাচ্ছেন অন্যদিকে যে টাকা তাদের রোজগারের পথ দেখায় সেই টাকাও তারা পাচ্ছেন না ফলে রীতিমতো একদিকে সংসার চালাতে হিংসেপ খাচ্ছেন অন্যদিকে রেশনের দোকান টা চালাতেও তারা বিপাকে পড়ছেন প্রতি মুহূর্তে। পাশাপাশি তিনি জানান দীর্ঘদিন ধরে বলার পরেও যখন সরকারের ঘুম ভাঙ্গেনি তাই পয়লা জানুয়ারি থেকেই আর রেশনের দোকান থেকে রেশন মিলবে না আপামর সাধারণ মানুষের।রেশনডিলারদের দেশব্যাপী আন্দোলনের ফলে জানুয়ারী ২০২৪ থেকে দেশের গণবণ্টন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হবে ‐ এর জন্য আমরা আপামর দেশবাসীর কাছে আগাম মার্জনা চেয়ে নিলেও, আগামী দিনের গণবণ্টন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও সুসংহত করার লক্ষ্যে আমাদের আন্দোলনে সকলের সহযোগীতা ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি যাঁরা আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেককে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এবং সকলকে ইংরাজী নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের সম্মেলন শেষ করা হলো।৪) আমরা দাবি করছি, Distributor Wholesaler গুলি থেকে রেশনদোকান গুলিতে Doorstep Delivery System এর মাধ্যমে খাদ্যশস্য সরবরাহের সময় Distributor Wholesaler দের শ্রমিকদের দ্বারা প্রতি বস্তা ওজন করে খালি চট ও প্লাস্টিকের বস্তার ওজন বাদ দিয়ে সঠিক খাদ্যশস্য প্রত্যেক দোকানে সরবরাহ করতে হবে। ৫) নিম্নলিখিত দীর্ঘদিন যাবৎ বাকি থাকা বকেয়া কমিশন অবিলম্বে পরিশোধ করার ব্যবস্থা করতে হবে ঃ আইনানুযায়ী কমিশন নির্দ্ধারনের সময় যথাক্রমে ৫৪‐ টাকা থেকে টাকা ৭০‐ টাকা করা হয়েছিলো তখন ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে মার্চ ২০২০ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ৪ (চার) মাসের জন্য রেশনদোকানদারদের কুইন্টাল প্রতি ১৬‐ টাকা থেকে কম কমিশন প্রদান করা হয়েছিল। এছাড়াও যবে থেকে National Food Security Act চালু হয়েছে তবে থেকেই খাদ্য দপ্তর রাজ্যের রেশনদোকানদার গুলিকে আইনানুযায়ী তাঁদের প্রাপ্য কমিশন থেকে বঞ্চিত করে ১৬‐ টাকা কুইন্টাল প্রতি কম কমিশন প্রদান করে ছিলেন অর্থাৎ জানুয়ারি ২০১৬ থেকে নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ৪৭ (সাতচল্লিশ) মাসের রেশনদোকানদারদের আরও কুইন্টাল প্রতি ১৬‐ টাকা বকেয়া প্রাপ্য কমিশন অবিলম্বে মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। করোনার সময়কালীন যখন রাজ্য সরকার বিনামূল্যে রেশনপরিষেবা শুরু করেছিলেন, উক্ত সময়ের কিছুদিন যাবৎ আমরা টাকা দিয়ে মাল কিনে থেকে তা বিনামূল্যে বিতরণ করতে বাধ্য হয়েছিলাম, তার তা এখনও অবধি রেশন ডিলাররা পায়নি।

ছয়টি কন্টেনার ট্রাক ভর্তি মহিষ গাড়ি আটক করল এস এস বি

আলিপুরদুয়ার ঃ ছয়টি কন্টেনার ট্রাক ভর্তি মহিষ গাড়ি আটক করল এস এস বি ১৭ নং ব্যাটালিয়ানের জওয়ানরা। আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়া দলদলি এলাকায় এস এস বি জওয়ানরা ছয়টি কন্টেনার আটক করে। সেই ছয়টি কন্টেনারে মহিষ অসমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল । ছয়টি কন্টেনার ট্রাক থেকে ২৩৮ টি মহিষ উদ্ধার হয়েছে । এবং ট্রাকের চালক ও খালাসি সহ ২০ জনকে আটক করেছে এস এস বি।

যেটা জানা গিয়েছে ট্রাক চালকদের কাছে মহিষের কোনো বৈধ কাগজ ছিল না।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ সহকর্মী ইউনিয়ন জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ৭ দফা দাবি স্মারকলিপি

জলপাইগুড়ি ঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ সহকর্মী ইউনিয়ন জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ৭ দফা দাবি স্মারকলিপি প্রদান করা হয় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি লিমিটেড ইন্দিরা কলোনী স্থিত ডিভিশন অফিসে। কর্মীদের অভিযোগ প্রতি মাসে তাদের মজুরি থেকে ইএসআই বাবদ টাকা কেটে নেওয়া হলেও প ইএসআইয়ের সুযোগ সুবিধা শ্রমিকরা পাচ্ছে না। এবং জলপাইগুড়িতে কোন চিকিৎসার সুযোগ নেই বলেও শ্রমিকরা অভিযোগ করেন। ঝড় বৃষ্টি রোদের মধ্যে কাজ করলেও সরকার নির্ধারিতের ন্যূনতম মজুরি বিদ্যুৎ সহায়ক কর্মীরা পায় না। তাদের আরো অভিযোগ কাজ করছে কিন্তু তাদের ডিপার্টমেন্টের কোনো আইডেন্টি কার্ড নেই। ফলে বিভিন্ন সময় তাদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। স্মার্ট মিটার বেসরকারি মালিকদের মুনাফা জন্য লাগানো হচ্ছে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে যেমন সাধারণ মানুষ পাশাপাশি বিদ্যুৎ সহায়ক কর্মীদের কাজ থাকবে না আগামীদিনে। এই প্রতিকারের জন্য তারা বিদ্যুৎ দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান করেন। স্মারকলিপির প্রদানে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের সভাপতি কৃষ্ণ সেন সম্পাদক রজনী রায় মিন্টু নন্দী পান্নালাল চক্রবর্তী সহ বিদ্যুৎ সহায় কর্মীরা।

আবগারি দপ্তরের অভিযানে বিপুল পরিমাণ চোলাই মদ উদ্ধার

জলপাইগুড়ি ঃ আবগারি দপ্তরের অভিযানে ডেঙ্গুয়াঝাড় টি এস্টেট, রংধামালি, নয়নতারা, ভান্ডিগুড়ি, চিলিডাঙ্গা এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ চোলাই মদ উদ্ধার করা হলো। ৫০ লিটার অবৈধ চোলাই মদের পাশাপাশি বৃহস্পতিবার উদ্ধার হয় মদ তৈরির ৬০০ লিটার ফার্মেন্টেড ওয়াশ ৭০০ কেজি গুড়, ৩৫০ কেজি অবিকৃত পাচওয়াই সহ আরও বিভিন্ন সরঞ্জাম। অবশ্য এই অভিযানে কাউকেই গ্রেফতার করা হয়নি বলেই জানা যায়।

জানা গেছে দীর্ঘদিন ধরে কোতোয়ালী থানার অধিনস্থ এই এলাকাগুলোতে মদের কারবার চলছিল। অভিযোগ এই কারবারিরা অবৈধ মদ তৈরি করে বিভিন্ন গোপন ডেরায় মজুত করে সেগুলো জেলার নানান জায়গায় সরবরাহ করতো। আবগারি দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, কিছুদিন ধরেই খবর আসছিল যে সদর ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় প্রচুর পরিমানে চোলাই মদ তৈরি এবং মজুত করা হচ্ছে। সেই খবর অনুযায়ী এদিন পুরো প্রস্তুতির সঙ্গে জলপাইগুড়ি সদর আবগারি সার্কেলের সমস্ত টিম নিয়ে এই অভিযান চালানো হয়।

অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে ভূমিদাতার পরিবার

ধূপগুড়ি ঃ অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার তৈরির জন্য জমি দিয়েছিল পরিবার। বিনিময়ে চাকরি হয়নি। নতুন অঙ্গনওয়াড়ি হেল্পার কাজে যোগ দিতেই বিপত্তি। নবনিযুক্ত হেল্পারকে কাজে যোগ দিতে দিবে না, সেজন্য অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে ভূমিদাতার পরিবার। আর তালাবন্ধ সেন্টারের সিঁড়িতেই কর্তব্যের নির্দিষ্ট সময় ধরে বসে থাকছেন নবনিযুক্ত অঙ্গনওয়াড়ি হেল্পার।চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার হেল্পার সহ শিশুদের। পুষ্টি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শিশুরা। প্রায় মাসখানেক ধরে ধূপগুড়ি ব্লকের গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ কাঠুলিয়ার নৃপেন্দ্রনাথ রায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ঝুলছে তালা। তাই বাধ্য হয়ে ওয়ার্কারই বাড়ি থেকে ডিম সিদ্ধ করে এনে সেন্টারের বাইরে থেকে শিশুদের দিচ্ছেন। প্রায় ১ মাস থেকে রান্না বন্ধ , পর্যাপ্ত পুষ্টি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শিশুরা। ভূমিদাতা পরিবারের সদস্য ভবেশ চন্দ্র রায়ের দাবি, অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারটি তৈরির জন্য আমরা জমি দিয়েছিলাম, প্রশাসনের তরফে তখন আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল পরিবার থেকে একজনকে হেল্পারের কাজ দেওয়া হবে। কিন্তু আমাদের চাকরি না দিয়ে আচমকা একজন হেল্পার নিযোগে করল। সেজন্য আমরা সেন্টারে তালা দিয়েছি।অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের নবনিযুক্ত হেল্পার রিমা বিশ্বাস জানিয়েছে, অঙ্গনওয়াড়ি হেল্পার পদে আমি কাজে নতুন যোগ দিয়েছি। সেন্টার তৈরির জন্য যারা জমি দিয়েছে তাদের বক্তব্য হেল্পার পদে নতুন কাউকে নেওয়া যাবে না এদের বাড়ি থেকেই নিতে হবে। বাচ্চাদের অসুবিধা হচ্ছে, ওয়ার্কার বাড়ি থেকে ডিম সেদ্ধ করে এনে বাচ্চাদের দিচ্ছে। যেহেতু তালা বন্ধ করা ভাত বা খিচুড়ি কিছুই করা হচ্ছে না।শিশুর অভিভাবক ফুলতি রায়ের অভিযোগ, সেন্টার প্রায় এক মাস থেকে খোলেনা। বাচ্চারা খাওয়ার পাচ্ছে না, পড়াশোনা হচ্ছে না।শুধু মাত্র ডিম দেয়।

যদিও সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়ে সিডিপিও সায়ক দাস ফোনে জানিয়েছেন, দপ্তরের তরফে কেউ কখনো চাকরির আশ্বাস দিতে পারে না।এভাবে চাকরি হয়না,পরীক্ষা দিয়ে চাকরি হয়। অতি দ্রুত বসে সমস্যার সমাধান করা হবে। বিষয়টি দেখতে সুপারভাইজার কেউ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আশা করছি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।আপাতত সমস্যার সমাধান না হলে কিছুদিন অন্যত্র সেন্টারটি চালানোর ব্যবস্থা করা হবে।

তবে এই সমস্যার জট আদৌ কবে কাটবে, কবে খোলা হবে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের তালা। কবে মিলবে শিশুদের পর্যাপ্ত পুষ্টি সেটাই এখন দেখার।

চাঁচলে সোনার দোকানের ডাকাতির ঘটনায় তদন্তে এলো রাজ্য সিআইডির পদস্থ কর্তারা

মালদা ঃ চাঁচলে সোনার দোকানের ডাকাতির ঘটনায় তদন্তে এলো রাজ্য সিআইডির পদস্থ কর্তারা। বৃহস্পতিবার চাঁচলের নেতাজি মার্কেটে ওই সোনার দোকানের তদন্তে যান রাজ্য সিআইডির কর্তারা । তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মালদা রেঞ্জের ডিআইজি প্রসুন ব্যানার্জি , পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব সহ জেলা পুলিশের পদস্থ কর্তারা । এদিন চাঁচল নেতাজি মার্কেটের ডাকাতি হওয়া ওই সোনার দোকানের খুঁটিনাটি বিষয়গুলি তদারকি করে দেখেন সিআইডির কর্তারা। যদিও এর আগেই তদন্তকারী পুলিশকর্তারা সংশ্লিষ্ট দোকানের সিসিটিভি ফুটেজ বাজেয়াপ্ত করেছে। সেই সূত্র ধরেই ডাকার দলের খোঁজ শুরু হয়েছে।

এদিকে ঘটনার চার দিন কেটে গেলেও দুস্কৃতীরা গ্রেপ্তার না হওয়ায় রীতিমতো ক্ষোভ ছড়াতে শুরু করেছে ব্যবসায়ী মহলে। মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক উত্তম বসাক জানিয়েছেন, এই ডাকাতির ঘটনার বিষয়ে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কাছে আমরা চিঠি লিখে জানিয়েছি। ভর সন্ধ্যায় একটা দোকানে ভয়াবহ ডাকাতি হয়ে গেল, আর তার চার দিন পরেও পুলিশ ঘটনার কিনারা করতে পারে নি । সংশ্লিষ্ট এলাকার ব্যবসায়ীরা রীতিমতো আতঙ্কের মধ্যেই রয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বড়দিনের উৎসবের রাতে চাঁচলের নেতাজি মার্কেটে পাঁচ থেকে ছয় জনের সশস্ত্র ডাকাত দল লুঠপাট চালায়। প্রায় পাঁচ কোটি টাকার সোনা ও হীরের অলংকার লুঠ করে ডাকার দলটি। এই ঘটনার পর থেকেই দুস্কৃতীদের খোঁজে চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। পাশাপাশি চাঁচল, হরিশ্চন্দ্রপুরে সড়কের চেকপোস্ট তৈরি করেই নজরদারি চালানো শুরু করেছে পুলিশ। এদিকে এদিন দুপুরে চাঁচলের ওই সোনার দোকানের ম্যানেজার কর্মচারী এবং মালিকের সঙ্গে কথা বলেন তদন্তকারী সিআইডি কর্তারা। অলংকার লুঠ করার পর ডাকাত দলটি কিভাবে পালাতে সক্ষম হলো এবং ডাকাতদলটি কতক্ষণ ধরে এই সোনার দোকানে লুঠপাট চালিয়েছে তাও খতিয়ে দেখেন সিআইডির কর্তারা। তবে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান যেহেতু চাঁচল থেকে বিহার রাজ্যের সীমান্ত সামান্য দূরে। তাই ওই রাজ্যের দুস্কৃতীরা এই ডাকাতির ঘটনায় জড়িত থাকতে পারে। ইতিমধ্যে বিহার পুলিশকেও এব্যাপারে অবগত করেছে জেলা পুলিশ। যদিও এদিন সিআইডির কর্তারা ক্যামেরার সামনে কোনরকম মন্তব্য করেন নি।

এবার কার্নিভাল উৎসবকে ঘিরে তুমুল বিতর্ক তৈরি হলো পুরাতন মালদা পুরসভা এলাকায়

মালদাঃ এবার কার্নিভাল উৎসবকে ঘিরে তুমুল বিতর্ক তৈরি হলো পুরাতন মালদা পুরসভা এলাকায়। তৃণমূল পরিচালিত পুরাতন মালদা পুরসভার নিজের দলের এক কাউন্সিলর তথা প্রাক্তন চেয়ারম্যান এই কার্নিভালের বিপুল পরিমাণ টাকা খরচের বিরোধিতা করেছে এবং এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট পুরসভার বর্তমান চেয়ারম্যানকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। যদিও চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ জানিয়েছেন, এই কার্নিভাল উৎসবে সরকারি অর্থ অথবা পুরসভার কোনও ফান্ড থেকে খরচ করা হচ্ছে না। কার্নিভালের যেসব স্টল করা হয়েছে সেখান থেকে অর্থ সংগ্রহ এবং বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় এই উৎসব করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য , ২৯ ডিসেম্বর থেকে পুরাতন মালদা পুরসভার কার্নিভাল উৎসব শুরু হবে। চলবে নতুন বছরের ১ জানুয়ারি পর্যন্ত। পুরাতন মালদা পুরসভার মঙ্গলবাড়ী তাঁতীপাড়া খেলার মাঠে এই কার্নিভাল উৎসব অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। যাকে ঘিরে এখন পুরাতন মালদা শহরের সাজো সাজো রব। চন্দননগরের আলোকসজ্জা, ডিজিটাল লাইট এবং আধুনিক মঞ্চ গড়ে তোলা হয়েছে । আর এই কার্নিভাল উৎসবকে ঘিরে প্রচুর ফাস্টফুড এবং বিভিন্ন প্রসাধনী সামগ্রী বিক্রির স্টল তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু পুরাতন মালদা পুরসভার আযোজিত কার্নিভাল উৎসবকে ঘিরেই এখন শুরু হয়েছে চরম বিতর্ক।

সংশ্লিষ্ট পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বৈশিষ্ট্য ত্রিবেদী বলেন, কার্নিভাল নিয়ে যখন পুরসভায় মিটিং শুরু হয়েছিল, সেই এজেন্ডাতে আমি বিরোধিতা করেছিলাম। কারণ, এই পুরসভার অন্তর্গত ২০টি ওয়ার্ডের প্রায় ২,৪০০ গরীব মানুষের ঘর ভেঙে পড়ে আছে। দুঃস্থ মানুষেরা ঘর পাচ্ছে না। সেখানে পুরসভা টাকা খরচ করুক। পাশাপাশি আগে তিন বেলা করে পুরসভার পানীয় জল সরবরাহ করা হতো। এখন দুই বেলা করা হয়েছে। অনেক ওয়ার্ডে এখনো রাস্তা নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে পুরসভা খরচ করুক ,এই দাবি করে আসছি। কার্নিভাল হোক, কিন্তু সেটা সীমিত বাজেটের মধ্যে।

পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ বলেন, পুরসভার কোনও ফান্ডের অর্থ এই কার্নিভাল উৎসবে খরচ করা হচ্ছে না। কিছু সংস্থা এবং কিছু মানুষের সহযোগিতা এই উৎসব হচ্ছে। পাশাপাশি এই কার্নিভাল উৎসবে যতগুলি স্টল করা হয়েছে, সেখান থেকেও আর্থিক সাহায্য নিয়ে চার দিন ধরে এই অনুষ্ঠান চলবে । অনেক বহিরাগত শিল্পীরা উপস্থিত থাকবেন । বড়দিন উৎসবকে ঘিরে এই সময় পুরাতন মালদা পুরসভার মানু উৎসুক হয়ে থাকে। সেদিকে লক্ষ্য রেখে এই আযোজন করা হয়েছে।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

উত্তর দিনাজপুর জেলার আলুয়াবাড়ি স্টেশনে ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস এর স্টপিজেসর উদ্বোধন

উত্তর দিনাজপুর ঃ উত্তর দিনাজপুর জেলার আলুয়াবাড়ি স্টেশনে ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস এর স্টপিজেসর উদ্বোধন করলেন রায়গঞ্জের সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরী
সংসদ দেবশ্রী চৌধুরী বলেন দীর্ঘদিন থেকে চেষ্টা ছিল আলুয়াবাড়ি স্টেশনে ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস একটি স্টপেজের, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জি ও রেলমন্ত্রী কে ধন্যবাদ জানাই এই উপহারের দেওয়ার জন্য।

জলসা শুনে বাড়ি ফিরছিল যুবক, ভুট্টা জমিতে তাকে লক্ষ্য করে দুষ্কৃতীরা গুলি ছুড়ে

মালদা ঃ জালসা শুনে বাড়ি ফেরার পথে গুলিবিদ্ধ এক যুবক। মালদার কালিয়াচক থানার শাহাবাজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাগুনটোলা এলাকার ঘটনা।
গুলিবিদ্ধ যুবক মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা গেছে গুলিবিদ্ধ যুবকের নাম জাবেদ শেখ। বয়স ২৭। বাড়ি সংশ্লিষ্ট এলাকাতেই। পরিবার সূত্রে জানা যায় গতকাল রাত্রে বাড়ি থেকে কিছু দূরে জলসা শুনে বাড়ি ফিরছিল ওই যুবক। বাড়ি ফেরার পথে কয়েকশো মিটার দূরে ভুট্টা জমিতে তাকে লক্ষ্য করে দুষ্কৃতীরা গুলি ছুড়ে বলে অভিযোগ। কোমরে গুলি লাগে ওই যুবকের। রাতেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ।

কংগ্রেসের হয়ে ভোট প্রচার এবং দলে যোগ না দেওয়ায় শাসকদলের এক বুথ সভাপতিকে বেধড়ক মারধরো করে ডান কান কেটে

মালদা ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেসের হয়ে ভোট প্রচার এবং দলে যোগ না দেওয়ায় শাসকদলের এক বুথ সভাপতিকে বেধড়ক মারধরো করে ডান কান কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠল কংগ্রেস কর্মীদের বিরুদ্ধে।
চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে মালদা জেলার কালিয়াচক থানার বিরনগর এক গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতি চাঁপা গ্রামে। আক্রান্ত শাসকদলের বুথ সভাপতির নাম সেলিম সেখ(৪৫)বছর। অভিযুক্ত কংগ্রেস কর্মীরা হল খালেক সেখ, বাক্কার সেখ,রানা সেখ কয়েকজন। স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা গেছে গত পঞ্চায়েত ভোটের সময় থেকে বিরনগর এক গ্রাম পঞ্চায়েতের বুথ সভাপতি খালেক সেখ কে কংগ্রেসে আসার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল। কংগ্রেস দলের না যাওয়ায় এবং ভোট প্রচার না করায় তখন থেকে তাকে হুমকি দিচ্ছিল কংগ্রেস কর্মীরা প্রাণে মেরে ফেলার। সেই আকর্ষই কতকাল রাতে ওই তৃণমূলের বুধ সভাপতির বাড়ির পাশেই বসেছিল। অভিযুক্তরা এসে খালেক সেখকে বেধড়ক মারধোর করে এবং ডান গান কেটে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে বলে জানা যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় ওই তৃণমূল কর্মীকে তড়িঘরি উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন ওই তৃণমূল কর্মী। এই বিষয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দেয়ার করা হয়েছে। পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ। এই ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত কংগ্রেস কর্মীরা এলাকা ছাড়া বলে জানা গেছে।

বেঙ্গল এডুকেশন ফোরামের পক্ষ থেকে একটি সমাবেশ এবং স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয় রাজ্যপালের কাছে

কলকাতা ঃ ২৭ ডিসেম্বর রানী রাসমণি রোডে ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন ফোরামের পক্ষ থেকে একটি সমাবেশ এবং স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয় রাজ্যপালের কাছে। এই সমাবেশ এবং রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। তার দাবিগুলো হল অবিলম্বে দশ হাজার শিক্ষকশিক্ষিকার চাকরি সুনিশ্চিত করতে হবে এবং বাবা সাহেব আম্বেদকর এডুকেশন বিশ্ববিদ্যালয়ের অপদার্থ অযোগ্য উপাচার্যের অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের টুকলোকি সিদ্ধান্তে বৈদ্য ২৫ হাজার বি এড এর ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ফেলে রাখা যাবে না এবং বি এস এ টি ইউ দুর্নীতিগ্রস্ত অস্থায়ী উপাচার্যের যোগ্যতার সাথে সাথে সমস্ত আধিকারিকদের যোগ্যতার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি চাই

ভারতে ১০৮ ফুট লম্বা ও সাড়ে তিন ফুট চওড়া ধূপকাঠি

কলকাতাঃ ভারতে ১০৮ ফুট লম্বা ও সাড়ে তিন ফুট চওড়া ধূপকাঠি বানানো হলো ,যা অযোধ্যার রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার পূজায় ব্যাবহার করা হবে। এই ধূপকাঠিটি একটানা ৩০ থেকে ৪৫ দিন পর্যন্ত জ্বলবে। এছাড়াও রাম মন্দির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে প্রত্যেক পরিবারকে সুসজ্জিত চিঠি দিয়ে নিমন্ত্রন জানানো হচ্ছে। যার মধ্যে পশ্চিম বঙ্গের ৪০লক্ষ পরিবারকে রাম মন্দির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে চিঠি দিয়ে আমন্ত্রিত করা হয়েছে। আগামী ২২ জানুয়ারিকে ঘিরে এখন সাজ সাজ রব উঠেছে অযোধ্যাতে। কারণ, ওইদিন রামলালা তার মূল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবেন,সারা বিশ্ব দেখবে হিন্দুদের নতুন

কালিয়াগঞ্জের হরিহরপুর লোকনাথ সেবাশ্রমের বাৎসরিক পূজার হয় করা হয়

কালিয়াগঞ্জ ঃ প্রতিবছরের ন্যায় এবছর কালিয়াগঞ্জের হরিহরপুর লোকনাথ সেবাশ্রমের বাৎসরিক পূজার হয় করা হয় বুধবার।পাশাপাশি পূজা ছাড়াও তিন দিন ব্যপী বিভিন্ন ধরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় মন্দির প্রাঙ্গনে।এদিন বাংলা ঐতিহ্য পুরলিয়ার ছো নিত্যকে সামনে রাখে মন্দির প্রাঙ্গন থেকে একটি বর্নাঢ্য শোভাযাত্রা কালিয়াগঞ্জ শহর পরিক্রমা করা পাশাপাশি শ্রীমতি নদীর থেকে মঙ্গল জল নিয়ে পূনরায় মন্দির প্রাঙ্গনে ফিরে আসে।এরপর পূজা আর্চনা ও তারপর প্রসাদ বিতরণ করা হবে।এদিনের বর্নাঢ্য শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন কালিয়াগঞ্জ পৌরসভার পৌরপ্রধান রাম নিবাস সাহা, জেলা পরিষদের কর্মাধক্ষ্য নিতাই বৈশ্য, মন্দির কমেটির সম্পাদক স্বপণ সরকার সহ অন্যান্যরা।

অন্ধকার ঘটে গেল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা

বর্ধমান ঃ গতকাল রাতের অন্ধকার ঘটে গেল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, বরাত জোরে প্রাণ ফিরে পেলেন এক ব্যক্তি। পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার অন্তর্গত আঝাপুর ভিলেজ মোড় এলাকায় আচমকায় একটি লরিতে আগুন ধরে যায় । জানা যায় কলকাতার দিক থেকে বর্ধমানের দিকে ওই লরিটি যেতে যেতেই হঠাৎই শর্ট সার্কিটের কারণে গাড়ির গোটা কেবিনে আগুন ধরে যায়। গাড়ির চালক লাফ দিয়ে প্রাণে বাঁচেন। গাড়ির কাগজপত্র থেকে গোটা কেবিন সমস্ত কিছুই পুড়ে যায়। ঘটনাস্থলে ফায়ার ব্রিগেডের কর্মীরা উপস্থিত হয়ে জল দিয়ে নিভিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে লরিটিকে উদ্ধার করে আঝাপুর পুলিশ ক্যাম্প আনা হয়েছে । গোটা ঘটনার তদন্ত করছে জামালপুর থানার পুলিশ।

সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর দ্বারা কৃষক এবং জনসাধারণের উপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ

কোচবিহার ঃ কোচবিহার জেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর দ্বারা কৃষক এবং জনসাধারণের উপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠছিল দীর্ঘদিন থেকেই, এবার এই বিষয়টি সামনে রেখে ই তুফানগঞ্জ এইডিআর সংগঠনের পক্ষ থেকে কোচবিহার জেলাশাসক কে একটি স্মারকলি প্রদান করা হয়। যার প্রথম এবং প্রধান দাবী সীমান্তবর্তী এলাকায় কৃষক এবং সাধারণ মানুষের উপরে অযাচিতভাবে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর প্রভাব কমানো। অভিযোগ সীমান্ত পার্শ্ববর্তী এবং কাঁটাতারের বিপরীতে থাকা কৃষিজমি গুলিতে চাষ আবাদের ক্ষেত্রে বারংবার বাধা প্রদান করছে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী, এমনকি গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় যখন তখন তারা অভিযান চালাচ্ছে, তাই অবিলম্বে এই সমস্যাগুলি দূরীকরণের ক্ষেত্রে কোচবিহার জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন কাটা তার এলাকার কৃষক এবং সাধারণ মানুষ। সংগঠনের পক্ষে অর্ঘ্যমিত্র জানান, দীর্ঘদিন থেকেই সীমান্তবর্তী এলাকায় সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘন চলছে। এর বিরুদ্ধে থানায় কোন অভিযোগ দায়ের করা হলে তার তদন্ত হয় না, দীর্ঘদিন থেকে সীমান্ত সংলগ্ন এলাকার কৃষি জমিগুলিতে অবাধ এবং শান্তিপূর্ণভাবে চাষাবাদ করে আসছিল এলাকার কৃষকরা। সে ক্ষেত্রেও বাধা সৃষ্টি করছে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানরা। অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধান না হলে তারা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সহ বৃহত্তর আঃেদালনের পথে হাঁটতে বাধ্য হবে।
মালাবাহুল্য এর আগে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ সামনে রেখে দফায় দফায় দিনহাটা এবং শীতলকুচি ব্লকে কৃষক এবং সাধারণ মানুষরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন। মেখলিগঞ্জ ব্লক এ দুবার প্রশাসন সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু অভিযোগ আলোচনার সময় সব ঠিক থাকলেও পরবর্তীতে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর জাওয়ানরা সেই সমস্ত সিদ্ধান্ত মানা তো দূরের কথা তারা আশপাশ দিয়েও কাজ করেন না। তারা রীতিমত কোন ঠাসা করে রাখার চেষ্টা করছে সীমান্তবর্তী এলাকার সাধারণ মানুষকে।

শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কে পরপর তিনটি গাড়ির সংঘর্ষে আহত বেশকয়েকজন

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কের ফুলবাড়ি সংলগ্ন জিয়াগঞ্জ এলাকায় পরপর তিনটি গাড়ির সংঘর্ষে আহত বেশকয়েকজন।দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি সরকারি যাত্রীবাহী বাস সহ চার চাকা গাড়ি এবং একটি গ্যাসের ট্যাঙ্কার।জানা গিয়েছে, একটি সরকারি বাস কোচবিহার থেকে শিলিগুড়ির দিকে আসছিল।বাসটি জিয়াগঞ্জ এলাকায় আসলে উল্টো দিক থেকে একটি গাড়ি চলে আসায় রাস্তায় ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে যায় বাসটি। ফলে পিছনে থাকা চারচাকা গাড়িটিও দাঁড়িয়ে পড়ে।সেই সময় পিছনে থাকা একটি গ্যাসের ট্যাঙ্কার ছোটো চারচাকা গাড়িটিকে ধাক্কা মারে।সেই গাড়িটি যাত্রীবাহী বাসের পেছনে ধাক্কা মারে।এই ঘটনায় বাসের কয়েকজন যাত্রী আহত হয়েছেন।ঘটনায় দুমড়ে মুচড়ে যায় ছোট চারচাকা গাড়িটি।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এনজেপি থানার পুলিশ ও ফুলবাড়ি হাইওয়ে ট্রাফিক আউটপোস্টের পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে ফুলবাড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়। গাড়িগুলিকে উদ্ধার করে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

লোকসভা নির্বাচনের আগে চা বাগানের শ্রমিকদের নিয়ে কর্মশালার আযজেন করল তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন

আলিপুরদুয়ারঃ লোকসভা নির্বাচনের আগে চা বাগানের শ্রমিকদের নিয়ে কর্মশালার আযজেন করল তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন।
আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লকের নিউল্যান্ডস এলাকায় এই কর্মশালার আযজেন করা হয়। জেলার আলিপুরদুয়ার ১ আলিপুরদুয়ার ২ ও কুমারগ্রাম ব্লকের প্রতিটি চাবাগানের থেকে ১০জন করে শ্রমিক এই কর্মশালা উপস্থিত ছিলেন।
এই কর্মশালায় শ্রমিকদের রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ শ্রমিকদের বুঝিয়ে দেওয়া হয় এছাড়া টি প্লানটেশন নিয়মাবলী নিয়ে সবাইকে অবগত করা হয় । এদিনের কর্মসূচীতে উপস্থিত তৃণমূল শ্রমিক ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি ঋষব্রত বংেদ্যাপাধ্যায় এছাড়াও উপস্থিত রয়েছেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা তৃণমূল কংগ্রেসের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি প্রকাশ চিক বড়াইক তৃণমূল শ্রমিক ইউনিয়নের আলিপুরদর জেলা সভাপতি বিনোদ মিঞ্জ তৃণমূল আলিপুরদুয়ার জেলা চেয়ারম্যান গঙ্গা প্রসাদ শর্মা সহ প্রমুখ ।

গাজোল ব্লকের অখিল ভারত বর্ষীয় সভার শতবার্ষিকী উদযাপন সাড়ম্বরে পালিত হলো

মালদা ঃ গাজোল ব্লকের অখিল ভারত বর্ষীয় সভার শতবার্ষিকী উদযাপন সাড়ম্বরে পালিত হলো । বুধবার গাজোল ব্লক দুগ্ধ ব্যবসায়ী সমিতির ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট এলাকার একটি খেলার মাঠে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই কর্মসূচি গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের কর্মকর্তারা। উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট সংগঠনের গাজোল ব্লক সভাপতি ছবি লাল ঘোষ, কার্যকরী সভাপতি প্রতাপ ঘোষ, বঙ্গীয় যাদব মহাসভার সচিব শ্যামচাঁদ ঘোষ সহ অন্যান্যরা। এদিন এই সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রথমে গাজোল শহরে একটি রেলি করা হয়। এরপর সংশ্লিষ্ট এলাকার একটি মাঠে সংগঠনের কর্মকর্তারা নিজেদের মতামত পেশ করেন এবং সংক্ষিপ্ত সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই কর্মসূচি দিনভর পালিত হয়।

যাত্রীবাহী বাসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা এক বোলেরো গাড়ির

বাগডোগরা ঃ যাত্রীবাহী বাসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা এক বোলেরো গাড়ির। বৃহস্পতিবার সকালে বাগডোগরার গোঁসাইপুরের এশিয়ান হাইওয়ে ২ জাতীয় সড়কের ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য।পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনায় ১জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আহত আরও ৫। তার মধ্যে ২জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক রয়েছে। জানা গিয়েছে দক্ষিনেশ্বরের বাড়ি থেকে কালিম্পঙে অপর এক বাড়িতে যাচ্ছিল এই গাড়ি। পরে বাগডোগরা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দূর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়িটিকে ক্রেনের মাধ্যমে উদ্ধার করে। স্থানীয়রা জানান, বোলেরোর চালকের ভুলে এই ঘটনা। সকালে ঘুম লেগে যাওয়ার এই দূর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে অনুমান।

কংগ্রেসের ১৩৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হলো

কলকাতা ঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ১৩৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস সকাল ৬টায় সানুপাড়ায় পালন করা হলো, সংবিধান পাঠ করে মহিলাদের হাটা প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে, অনুষ্ঠানে মহিলাদের উপস্থিতি ও উৎসাহ ব্যপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। উপস্থিত ছিলেন খড়িয়া অঞ্চল জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি সত্যব্রত চক্রবর্তী ও কংগ্রেস নেত্রী অঞ্জনা মল্লিক এবং সানুপাড়া জাতীয় কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন গৌতম লামা, শিপ্রা রায়, মহ মহবুল, দীপায়ন রায়, শীবানী নাহা, অতসী সরকার, ময়না দাস সহ প্রমুখ। প্রতিযোগিতা শেষে জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা উত্তোলন করেন এলাকার প্রবীন বয়স্কা শ্রীমতী তরু ঘোষ, কেক কাটলেন প্রাক্তন সেনাকর্মকর্তা গৌতম লামা, বক্তব্য রাখেন অঞ্চল সভাপতি সত্যব্রত চক্রবর্তী এবং পঞ্চায়েত সদস্য গণেশ ঘোষ।

হাতির হানায় মৃত্যু সবজি বিক্রেতার। আহত আরো এক। ঘটনায় চাঞ্চল্য জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট ব্লকের মরাঘাট রেঞ্জের দুরামারি এলাকায়। ঘটনাস্থলে বনদপ্তর

জলপাইগুড়ি ঃ হাতির হানায় আক্রান্ত দুই সাইকেল আরোহী সবজি বিক্রেতার মৃত্যু হয়। আহত আরো একজন। গুরুতর আহত রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানো হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক গুরুতর আহত এই ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সকাল ৮ টা নাগাদ জলপাইগুড়ি বানারহাট ব্লকের দুরামারি থেকে সব্জি নিয়ে সাইকেলে চেপে গয়েরকাটা বাজারের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিয়েছিলেন দুইজন তারা দুরামারীর বাসিন্দা। গয়েরকাটা নাথুয়া রাজ্য সড়কের আমরা ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় আসতেই হঠাৎ রাস্তার উপড় উঠে আসে একটি দাঁতাল হাতি। হঠাৎ হাতি তাড়া করলে সাইকেল ফেলে প্রাণ বাঁচাতে দুজনে দৌড়ে জঙ্গলের প্রবেশ করে। এরপর দুইজনের মধ্যে একজনের উপরে চড়াও হয় ঐ দাঁতাল হাতিটি। পরবর্তীতে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠায়। গুরুতর আহত ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনায় মৃতের পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এদিকে মরাঘাট রেঞ্জ সূত্রে খবর বনদপ্তরের আইন অনুযায়ী বনদপ্তর পরিবারের পাশে রয়েছে। এলাকায় বনদপ্তরের টবলদাই রয়েছে।

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার ফের তল্লাশি অভিযানে ইডি

কলকাতা ঃ শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি মামলার ফের তল্লাশি অভিযানে ইডি । বড়বাজার (কোন এক চাটাট একাউন্টেন্টের অফিসে ৩০৩ নম্বর) ও বাইপাসে বেঙ্গল কেমিক্যালসে ইডির হানা । মানিকতলার মনি কলা আবাসনে তল্লাশি (সুবোধ সাচার , অশোক সাধুখা) ।
সকাল থেকে একসঙ্গে নটি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে ইডি।

১৪ জন মহিলা অভিযাত্রী ডেঙ্গুয়াঝার চা বাগানে শিক্ষামূলক ভ্রমণ করেন

জলপাইগুড়ি ঃ অসমের গৌহাটি হয়ে জলপাইগুড়িতে আসা জাতীয় সমর শিক্ষা বাহিনীর মহিলা সাইকেল অভিযাত্রী দলের সদস্যরা চা বাগানে ভ্রমণ করলেন।
বৃহস্পতিবার সকালে দলের ১৪ জন মহিলা অভিযাত্রী ডেঙ্গুয়াঝার চা বাগানে শিক্ষামূলক ভ্রমণ করেন।
এই সাইকেল অভিযাত্রীরা সকলেই উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। চা বাগান নিয়ে কোন অভিজ্ঞতাও নেই তাদের। চা বাগানে কাঁচা চা পাতা তোলা থেকে শুরু করে প্যাকেজিং পর্যন্ত নানা খুঁটিনাটি চাক্ষুষ করেন এনসিসির এই তরুণী অভিযাত্রীরা। গ্রুপের সদস্যরা বলেন, এতদিন শুধু মায়ের হাতে বানানো চা খেয়েছি। কিন্তু কিভাবে এই চা তৈরি হয় এই বিষয়ে কোনও ধারনাই ছিল না আমাদের। আজ এই বাগানে এসে চা তোলা থেকে শুরু করে তৈরি পর্যন্ত সবকিছুই দেখলাম। এমনকি বাগানে বসে চায়ের স্বাদ নেওয়ার অভিজ্ঞতাও হয়েছে। সম্পূর্ণটাই এক অন্যরকম অনুভূতি। মহিলা দলের গ্রুপ লিডার কর্নেল অঞ্জন সেনগুপ্ত বলেন, ২১০০ কিলোমিটার এই সাইকেল অমিযানের মধ্য দিয়ে শিক্ষামূলক ভ্রমণও হচ্ছে। এতে সমাজ এবং ডেমোগ্রাফি নিয়ে আরও বেশি সচেতন হবে তারা। জীবনের অনেক অভিজ্ঞতাও অর্জন করতে পারবে।
উল্লেখ্য, এনসিসির ৭৫তম বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে ও ভারতের নারী শক্তিকে জাগ্রত করতে এই মেগা সাইকেল অভিযানের আযজেন। অসম থেকে দিল্লি পর্যন্ত প্রায় ২১০০ কিলোমিটারের এই সাইকেল অভিযানের উত্তর প্রদেশের ১৪ জন মহিলা অভিযাত্রী গৌহাটি থেকে দিল্লি পর্যন্ত সাইকেলে পাড়ি দিচ্ছেন।

বাইক,স্কুটির মুখোমুখি সংঘর্ষ, মৃত এক,আহত তিনজন

বাগডোগরা ঃ গত বুধবার রাত্রে ঘটনাটি ঘটে বাগডোগরা সিঙ্গিঝোড়া চা বাগানের কাছে।জানা গেছে দিন রাত্রিবেলা স্কুটি নিয়ে বাগডোগরার দিক থেকে শিলিগুড়ি দিকে আসছিল শিলিগুড়ি নবগ্রামের বাসিন্দা দীপঙ্কর দাস ও তার এক সঙ্গি।উল্টো দিক থেকে আশা একটি বাইকের সঙ্গে সজোরে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় তাদের। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় দীপঙ্কর দাসের। অন্য দিকে ঘটনায় আহত হয় স্কুটি ও বাইকে থাকা আরো দুজন। তাদের তড়িঘড়ি চিকিৎসার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। ঘটনার পরপরই বাগডোগরা থানার পুলিশ গিয়ে স্কুটি বাইকটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।।

ফের কচ্ছপ উদ্ধার হল বর্ধমান স্টেশন থেকে

বর্ধমান ঃ ফের কচ্ছপ উদ্ধার হল বর্ধমান স্টেশন থেকে। ডাউন চম্বল এক্সপ্রেস থেকে প্রচুর কচ্ছপ উদ্ধার হয় । আরপিএফ রুটিন তল্লাশির সময় শীটের নীচ থেকে ৩ টি স্কুল ব্যাগ ভর্তি ৯৫ টি কচ্ছপ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় কেউ গ্রেফতার বা আটক হয়নি।উদ্ধার হওয়া কচ্ছপ গুলি তুলে দেওয়া হয় বনদপ্তরের হাতে। বন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে ,এগুলো দেশীয় প্রজাতির কচ্ছপ।

গ্যাসের আঁধার লিঙ্ক করাতেও হয়রানির শিকার গ্রাহকরা

উত্তর দিনাজপুর ঃ ইসলামপুর গ্যাসের আঁধার লিঙ্ক করাতেও হয়রানির শিকার গ্রাহকরা। জোর করে গ্রাহকদেরকে গ্যাসের লাইটার বা পাইপ কিনতে বাধ্যতা মূলক করা হচ্ছে। যদি কোনও গ্রাহক না কিনে তাহলে তাদের আধার লিংক করা হবে না বলে অভিযোগ গ্যাস মালিকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর শহরের সত্যেন গ্যাস সার্ভিস সেন্টারের। গ্রাহকরা বলছেন একেই লম্বা লাইন তারপর গ্যাসের লিংক করাতে এসে গ্যাসের ডিস্ট্রিবিউটর জোর করে লাইটার বা পাইপ কিনতে বাধ্য করছে বলে অভিযোগ। এই খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার ইসলামপুর শহর বিজেপির পক্ষ থেকে সত্যেন গ্যাস সার্ভিস সেন্টার এসে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। যদি আগামী দিনে গ্রাহকদের এই ধরনের হয়রানি করা হলে তারা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে বিজেপির নেতৃত্বরা জানিয়েছেন। অন্যদিকে সংস্থার ম্যানেজার চন্দন সিংহ সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। এবং তিনি বলছেন যাদের ৫ বছরের পুরনো গ্যাস কানেকশন রয়েছে তাদেরকে পাইপ ও লাইটার চেঞ্জ করার কথা বলা হচ্ছে। যদি কোনও দুর্ঘটনা ঘটে তার বদ্ধ দায়বদ্ধ তারা নেবেন না বলে জানিয়েছেন।

ফের সাগরদিঘীতে জলে ডুবে মৃত্যু এক ব্যক্তির

কোচবিহার ঃ স্নান করতে নেমে জলে ডুবে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রাণকেন্দ্র সাগরদিঘির আদালত সংলগ্ন ঘাটে। প্রত্যক্ষদর্শী রোহিত প্রামানিক জানান, মৃত ব্যক্তি সাইকেল নিয়ে ঘাটে এসেছিলেন। জামা কাপড় খুলে গামছা পড়ে তিনি জলে নামেন স্নান করতে। কিন্তু হঠাৎই তিনি জলে ডুপতে দেখেন ওই ব্যক্তিকে। রোহিত বাবু নিচে সাঁতার জানেন না তাই তার পক্ষে বাঁচাতে যাওয়া এক প্রকার অসম্ভব ছিল। যতক্ষণে সাঁতার জানা লোক এসে তাকে উদ্ধার করে ততক্ষণে তার মৃত্যু হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানানো হয়েছে। কঠোর স্থলে পৌঁছেছে কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুলিশ। মৃত ব্যক্তির পরিচয় এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি। বলাবাহুল্য হেরিটেজ ঘোষণা হওয়ার পরে কোচবিহার সাগর দিঘিতে স্নানসহ জামা কাপড় কাচা এবং অন্যান্য নিত্য প্রযজেনীয় কাজকর্ম করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে কোচবিহার মহকুমা প্রশাসন। সেই নিষেধাজ্ঞাকে উলঙ্ঘন করে বারংবারি দেখা যাচ্ছে বেশ কিছু মানুষ সাগর দীঘিতে স্নান করতে আসেন। সেক্ষেত্রে এই ঘটনার দায়ভার প্রশাসন নেবে কিনা তা নিয়ে রয়েছে যথেষ্ট সন্দেহ। ঘটনায় শোকের ছায়া এলাকায়।

বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হল জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের বার্ষিকক্রীড়া প্রতিযোগিতা

জলপাইগুড়ি ঃ এদিন সকালে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন জলপাইগুড়ি রেঞ্জের দায়িত্বে থাকা ডিআইজি নিম্বালকর সন্তোষ উত্তমরাও।
উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত সহ বিভিন্ন আধিকারিকরা। দুদিন ব্যাপী চলবে এই প্রতিযোগিতা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিল স্থানীয় শিল্পীদের নৃত্যানুষ্ঠান। ১০০ মিটার দৌড় সহ বিভিন্ন ইভেন্টের দৌড়, হাই জাম্প, লং জাম্প, মুখে চামচ নিয়ে দৌড়, সহ আরও বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন রয়েছে। প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন শতাধিক প্রতিযোগী। রয়েছেন সিভিক ভলান্টিয়ার সহ মহিলা প্রতিযোগীরাও।

মালদা জেলা প্রশাসন ও খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে শুরু হল মিলেট মেলা

মালদা ঃ মালদা জেলা প্রশাসন ও খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে শুরু হল মিলেট মেলা। বুধবার মালদা টাউন হলে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় মিলেট মেলার।
বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। মিলেটের উপকারিতা তুলে ধরে পড়ুয়াদের সচেতন করা হয়। স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে যেমন মিলেটের প্রযজেন উপস্থিত ছিলেন,উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক পীযূষ সালুঙ্খে, ইংরেজ বাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুড়ি, উপমুখ্য সাস্থ আধিকারিক অমিতাভ মন্ডল, সদর মহকুমা শাসক পঙ্কজ তামাং, মালদা মার চেঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক বসাক সহ আরো অনেকে। দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয় এই মেলা আজ অর্থাৎ বৃস্পতিবার পর্যন্ত চলবে মিলেট মেলা। কাউন, বজরা সহ বিভিন্ন শস্য অন্যান্য খাবারের সঙ্গে খেলে সুস্থ থাকবে শরীর। এই বার্তা দিতে বোটিং পার্কে বিভিন্ন ধরনের পোস্টার ব্যানার টাঙ্গানো হয় ছাত্রছাত্রীদের বোঝানোর জন্য।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানার এনজিপি স্টেশন পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে গ্রেপ্তার ৩

জলপাইগুড়ি ঃ অভিযোগ ধৃতরা ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল বলেই নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।
ধৃতদের নাম রবি কুমার মাহাতো, প্রদীপ কুমার এবং শিবশঙ্কর শিকদার।
ধৃত রবি কুমার মাহাতো এবং প্রদীপ কুমার ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা। অপর ধৃত শিব শংকর শিকদার ফুলবাড়ির জয়নগর এলাকার বাসিন্দা। ধৃতরা এনজিপি স্টেশন পার্শ্ববর্তী কাঁচাগলীতে বুধবার রাতে ডাকাতির উদ্দেশ্যে অপেক্ষা করছিল বলেই জানা গিয়েছে। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে নিউ জলপাইগুড়ি থানার প্লেন ক্লথস পার্টি অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে। ধৃতদের হেফাজত থেকে উদ্ধার হয়েছে ডাকাতির উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা নানান অস্ত্রশস্ত্র। বৃহস্পতিবার অভিযুক্তদের জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়

সম্পাদকীয়

গাজায় এখনো পর্যন্ত ২২ হাজার মানুষের মৃত্যু

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এখবর জানিয়েছে। ইসরায়েল জানিয়েছে, প্রতি ছয়জনে একজন সেনার মৃত্যু হয়েছে। ইসরায়েলের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, এখনো পর্যন্ত ২৯ জন ইসরায়েলি সেনার মৃত্যু হয়েছে গাজা অভিযানে। যার অর্থ, প্রতি ছয় জনে একজন সেনার মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে ১৮ জন সেনার মৃত্যু হয়েছে দুর্ঘটনা অথবা নিজেদের ছোঁড়া গুলি বা বোমায়। ইসরায়েলের দাবি, গাজায় যে একইসঙ্গে স্থসেনা অভিযান চালাচ্ছে আবারবিমানবাহিনী এবং মর্টার বাহিনীও অপারেশন চালাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আকাশ থেকে ক্রমাগত বোমা ফেলা হচ্ছে। দূরপাল্লার রকেটও ছোঁড়া হচ্ছে। এরই আঘাতে বেশ কিছু ইসরায়েলি সেনার মৃত্যু হয়েছে। ট্যাঙ্ক থেকে ছোঁড়া

গোলার আঘাতেও নিজেদের সেনার মৃত্যু হয়েছে। সব মিলিয়ে এমন দুর্ঘটনার জেরে মৃত্যু হয়েছে ১৮ জন সেনার। এদিকে বেশ কিছু সেনাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের আপাতত পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে বলা হয়েছে। যথেষ্ট বিশ্রাম নিয়ে তারা যাতে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে আসতে পারে, তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ইসরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সের (আইডিএফ) মুখপাত্র জানিয়েছেন, অভিযান শেষ হতে সময় লাগবে। তাই সেনাবাহিনীর সদস্যদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, ২০২৪সালজুড়ে গাজা অভিযান চলবে। হামাসকে খতম না করা পর্যন্ত এই অভিযান বন্ধ হবে না। গাজায় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের প্রতিনিধি জানিয়েছেন, এখনো পর্যন্ত ২২ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে শিশু এবং নারীও আছে। প্রবল খাদ্যসংকটের পথে এগোচ্ছে গাজা। তারই মধ্যে খানিকটা স্বস্তির খবর হলো, শিশুদের ভ্যাক্সিন ঢোকার অনুমতি পেয়েছে। ইউনিসেফ জানিয়েছে, অন্তত ৬ লাখ টিকা গাজায় ঢুকেছে। এর মধ্যে পোলিও জাতীয় রোগের ভ্যাকসিনও আছে। ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এই টিকা ওয়েস্ট ব্যাংকে কিনেছে। এরপর জাতিসংঘের মাধ্যমে তা গাজায় পাঠানো হচ্ছে। রুবেলা, মাম্পসের মতো অসুখের টিকাও আছে এর মধ্যে। তবে ভ্যাকসিন দেওয়া সহজ নয় বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্তৃপক্ষ। তাদের বক্তব্য, অধিকাংশ মানুষ বাড়ি ছেড়ে ক্যাম্পে গিয়ে বসবাস করছেন। ফলে কোন অঞ্চলে এর আগে কত টিকাকরণ হয়েছে, সেই হিসেব এখন পাওয়া মুশকিল। এরই মধ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গাজার সর্বত্র ভ্যাকসিন নিয়ে পৌঁছানোও এখন প্রায় অসম্ভব। কারণ, বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবল সংঘাত চলছে। গত একদিনে ১৫৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা ২৪৬।

জয়ের অবাস্তব স্বপ্ন দেখছে রাশিয়াঃ জেলেনস্কি

রাশিয়ার সেনাবাহিনীর বেহাল অবস্থার দাবি করে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট এখনো সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। অন্যদিকে এখনো রুশ হামলার আশঙ্কায় রয়েছে ইউক্রেনের সেনাবাহিনী।

ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার হামলার প্রায় দুই বছর পরেও যুদ্ধ থামার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কোনো পক্ষই যুদ্ধক্ষেত্রে নতুন সাফল্যের মুখ দেখছে না। সম্প্রতি রাশিয়া ইউক্রেনের বিভিন্ন প্রান্তে আকাশ থেকে আক্রমণ বাড়িয়ে দিয়েছে। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিন 'বিশেষ সামরিক অভিযান' বন্ধ করার বদলে বরং আরো জোরদার করার ঘোষণা করেছেন। রাশিয়ার বেলগোরোদ শহরের উপর ইউক্রেনের জোরালো হামলায় কমপক্ষে ২৫ জন নিহত হবার পর পুটিন এই অঙ্গীকার করেন।

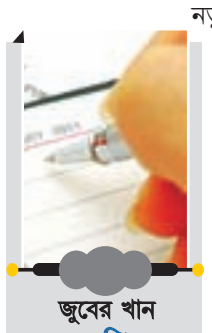

জুবের খান
প্রাবন্ধিক

এমন পরিস্থিতি সত্ত্বেও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি দমে যেতে প্রস্তুত নন। তাঁর মতে, রাশিয়ার সেনাবাহিনী ব্যাপক প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির মুখ দেখছে। 'ইকোনমিস্ট' পত্রিকায় এক

সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, আভদিভকা শহরের কাছে সাম্প্রতিক সংঘর্ষে হাজার হাজার রুশ সৈন্য নিহত হয়েছে। এমনকি তাদের মৃতদেহও উদ্ধার করা হয় নি। জেলেনস্কি নিজে গত সপ্তাহে ইউক্রেনের পূর্বে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে পরিদর্শন করেছেন। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের মতে, রাশিয়া জয়ের যে স্বপ্ন দেখছে বাস্তবের সঙ্গে সেই ধারণার কোনো মিল নেই। তিনি মস্কোর সঙ্গে শান্তি আলোচনার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেন। জেলেনস্কির মতে, একমাত্র সেনাবাহিনী গুছিয়ে নেবার প্রয়োজন হলে তবেই রাশিয়া যুদ্ধবিরতির কথা বলতে রাজি হবে।

রাশিয়ার হাত থেকে অধিকৃত এলাকা উদ্ধার করতে ইউক্রেন গত বছর যে পালটা আক্রমণ অভিযান চালিয়েছে, তার আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নি বলে জেলেনস্কি স্বীকার করেন। তবে তাঁর মতে, প্রত্যাশা অনুযায়ী হয়তো যথেষ্ট দ্রুত সাফল্য আসে নি। অন্যদিকে কৃষ্ণ সাগরে রাশিয়ার অবরোধ ভেঙে ইউক্রেনের বাহিনী খাদ্যশস্য রপ্তানি আবার সম্ভব করে বড় সাফল্য দেখিয়েছে বলে জেলেনস্কি দাবি করেন।

মঙ্গলবারও ইউক্রেনের সেনাবাহিনী গোটা দেশে আকাশপথে হামলা সম্পর্কে সতর্কতার মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। শুধু ড্রোন নয়, আরো ক্ষেপণাস্ত্র হামলার আশঙ্কা করা হচ্ছে। প্রথমে ১৬টি, তারপর ২০টি রুশ বোমারু বিমান আকাশে টহল দিচ্ছে বলে ইউক্রেনের সেনাবাহিনী জানিয়েছে। উল্লেখ্য, গত ২৯শে ডিসেম্বর রাজধানী কিয়েভসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এমন হামলায় কমপক্ষে ৩৯ জন নিহত হয়েছে। ক্ষেপণাস্ত্রের পাশাপাশি ড্রোন হামলাও অব্যাহত রয়েছে।

নচিকেতার মন্তব্যে বিতর্ক ঃ প্রতিবাদ না কৌশল?

পায়েল সামন্ত

শিল্পের স্বাধীনতায় শিল্পীর মতপ্রকাশের পরিধি সীমাহীন। কিন্তু তা কি অশালীন ব্যবহারকে অনুমোদন দেয়? গায়ক নচিকেতার আচরণ এই প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

ভিন্নধারার সংগীতের ক্ষেত্রে নচিকেতা চক্রবর্তী একটি উল্লেখযোগ্য নাম। সুমন চট্টোপাধ্যায়ের (এখন কবীর সুমন) হাত ধরে বাংলা গানের যে মোড় ঘোরানোর পর্ব, তার অন্যতম শরিক তিনি।

শিল্পীর আচরণ

সুমন ও নচিকেতা মঞ্চ, সোশ্যাল মিডিয়া ও গণ পরিসরে বিভিন্ন সময় বেফাঁস মন্তব্য করেছেন। এর জেরে বারবার বিতর্ক তৈরি হয়েছে। গত মাসে অন্তত দুবার বিতর্কিত কথা বলে বসেছেন 'নীলাঞ্জনা'র স্রষ্টা নচিকেতা।

চলতি মাসে অযোধ্যায় রামমন্দিরের উদ্বোধন হতে চলেছে। এ নিয়ে রাজনীতি হচ্ছে বলে কটাক্ষ করেছেন নচিকেতা। হুগলির আরামবাগের একটি অনুষ্ঠানে তিনি গাইছিলেন 'কোথায় জন্মেছে রাম'। গানের ফাঁকে তিনি বলেন, রাম জন্মভূমি নিয়ে আমাদের দেশে যা চলে সেটা ধর্মের ব্যাপার নয়, এটা আসলে রাজনৈতিক খেলা।

এখানেই না থেমে তিনি ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের উপাস্য দেবতা ও তার জন্মস্থান নিয়ে তির্যক মন্তব্য করেন। এতে ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত দেয়ার অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে।

এর পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রবল ট্রোলের মুখে পড়েছেন গায়ক। ততোধিক কদর্য ভাষায় আক্রমণ করা হচ্ছে নচিকেতাকে। তার মন্তব্যের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

কিছুদিন আগে একটি অনুষ্ঠানে এ প্রজন্মকেও আক্রমণ করেন নচিকেতা। উত্তর ২৪ পরগনার খড়দহে একটি মঞ্চে 'বৃদ্ধাশ্রম' গানটি গাইছিলেন তিনি। সেই সময় কয়েকজন মোবাইলে ছবি তুলতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন গায়ক।

তিনি বলেন, এখানে তো ক্যামেরা রয়েছে। সবাই মিলে কেন ছবি তুলছো? তোমরা কি ফটোগ্রাফার? এখনকার ছেলেমেয়েদের কোনো কাজ নেই। পড়াশোনা করে না। কারো কথা শোনে না। তাদের মোবাইল নির্ভরতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আপত্তিকর শব্দ ব্যবহার করেন নচিকেতা।

অনেক জনপ্রিয় গানের এই শিল্পী বরাবরই একটু সোজাসাপ্টা, কড়া ভাষায় কথা বলেন। কিন্তু ধর্মীয় ভাবাবেগ আহত করার চেষ্টা তার হতাশার প্রকাশ বলে অনেকে মনে করছেন।

বাংলা গানের চলতি ধারায় নচিকেতার উপস্থিতি এখন আর তেমন লক্ষ্য করা যায় না। সমাজের জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে লেখা ও সুর দেয়া তার নতুন গান হাল আমলে প্রায় বিরল। বরং নচিকেতাকে এখন দেখা যায় শাসক দলের মঞ্চে, যেখানে তিনি ও সুমন একসঙ্গে সংগীত পরিবেশন করেন।

প্রতিবাদী শিল্পী হিসেবে পরিচিত কবীর সুমন একসময় তৃণমূলের সাংসদ ছিলেন। পরে দলের বিরুদ্ধে মুখ খোলেন তিনি। সুমনের 'খাও, খাও' মন্তব্যে সরকারি প্রকল্পে কাটমানির আভাস মিলেছিল স্পষ্ট ভাবে।

শিল্পীর বিরুদ্ধে কখনো সাংবাদিককে অশালীন ভাষা ব্যবহার করার অভিযোগ উঠেছে। কখনো তিনি ব্যক্তি পরিসরের যৌনগন্ধী বিষয় সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখে বিতর্ক তৈরি করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার সময় সুমনের ফেসবুক লেখনী রুচিহীন বলে অনেকে অভিযোগ তুলেছেন। বামপন্থীদের একাংশের মতে, এসব মন্তব্যের মাধ্যমে আদতে রাজ্যের শাসক দলকে খুশি করতে চাইছেন সুমন-নচিকেতা। একসময়ের প্রতিবাদী শিল্পীরা হয়ে উঠেছেন সরকারের অনুগ্রহভাজন। পশ্চিমবঙ্গের বিদ্বজ্জনদের একাংশের বিরুদ্ধেও সাম্প্রতিক কালে এই অভিযোগ উঠছে।

বাংলা গানের সন্ধিক্ষণে 'তোমাকে চাই' শুনিয়ে সাড়া ফেলেছিলেন সুমন। সেই ধারাবাহিকতায় এসেছেন নচিকেতা, অঞ্জন দত্তরা। তাদের গানে যে সমাজচেতনা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জন শোনা যেত, তা আরো অনেক শিল্পীকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। শুধু ভাবনা নয়, সুর সংযোজনা ও গায়কীর ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এসেছিল। অনেক শিল্পীকে একইসঙ্গে গান রচনা, সুরারোপ ও কণ্ঠশিল্পীর ভূমিকায় দেখা যায়। যারা এই ট্রেন্ডের সূচনা করেছেন, তাদের কথা শুনে আজ কী অনুভূতি সেই শিল্পীদের?

এদেরই একজন পল্লব কীর্তনীয়া বলেন, শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে শিল্পীর স্বাধীনতার কোনো সীমা নেই। কিন্তু যদি অশালীন কথা বলা হয়, সেক্ষেত্রে একটা সীমা থাকা উচিত। এটা শুধু কোনো শিল্পী বলে নয়, সব মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। গায়ক হোন বা সাহিত্যিক, ব্যক্তিগত আক্রোশ প্রকাশের সময় শালীনতার মাত্রা বজায় রাখতে হবে। পিছিয়ে থাকা মানুষের কথা উঠে এসেছে সংগীতশিল্পী কাজি কামাল নাসেরে কথায়-সুরে। তিনি বলেন, বৃহত্তর সমাজকে বিব্রত করে এমন কোনো কথা একজন শিল্পীর বলা উচিত নয়। তাকে প্রতিবাদ করতে হবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, কিন্তু সেখানেও ভাষা এমন হবে না যা অস্থির পরিস্থিতি তৈরি করে, মানুষ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এমন মন্তব্য একজন শিল্পীর পক্ষে বড় অপরাধ।

নাসেরের বক্তব্য, সোশ্যাল মিডিয়াতেও দেখি, বিশিষ্টদের কেউ কেউ এমন মন্তব্য করছেন যা সমাজের স্বার্থে নয়, ব্যক্তিগত স্বার্থে। কোনো একটি বিশেষ পক্ষকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে।

সুমন-নচিকেতা-অঞ্জনের পরম্পরা বহন করে সবচেয়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন যে শিল্পী, তিনি শিলাজিৎ। গায়ক বলেন, আমার কখনো খারাপ লাগলে, রাগ হলে, আমি সংগীতের মাধ্যমে, একটু বুদ্ধিদীপ্ত ভাবে তার প্রতিক্রিয়া দেয়ার চেষ্টা করি। আমাকে যখন অনেক মানুষ অনুসরণ করে, তখন আমার আচরণের ক্ষেত্রে আরো বেশি দায়িত্ববান হওয়া উচিত।

শিলাজিতের মতে, যুক্তিতর্কের বদলে এখন চিৎকার করে দাবিয়ে রাখা যুগ। যারা ওয়াকিবহাল মানুষ, তারা জানেন, জনগণকে কোন কথা বললে প্রচার ও প্রসার ভালো হবে। সেভাবে তারা কাজ করছেন।

জানা অজানা

বিজেপি নেতা মধুসূদন গোরাই গ্রামবাসীদের মধ্যে কম্বল ও কাপড় বিতরণ করলেন

অনিশা গোরাই

জামশেদপুর ঃ সেরায়কেলা - খরসাওয়ান জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক মধুসূদন গোরাই কয়েকশ গ্রামবাসীর মধ্যে কম্বল ও কাপড় বিতরণ করলেন। মঙ্গলবার চান্ডি ল ব্লকের ফদলোগোড়ার গোল্ডেন লিফ রিসোর্টে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ইচাগড় বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন গ্রামের গ্রামবাসীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কর্মসূচিতে নিমডিহ ব্লকের বাড়েদা, বুড়িবাসা, কেতুঙ্গা, ঘুঁটিয়াডিহ, গৌরডিহ, জুগিডিহ, কুলটান্ড প্রভৃতি গ্রামের অভাবী মানুষকে বাসে করে আনা হল। এখানে বিজেপি নেতা মধুসূদন গোরাই প্রায় ২৫০ গ্রামবাসীর মধ্যে মেয়েদের কম্বল, শাড়ি, মেয়েদের সালোয়ার স্যুট ইত্যাদি কাপড় বিতরণ করলেন। এ সময় গ্রামবাসীরা রিসোর্টে সুস্বাদু খাবার উপভোগ করেন। এদিকে মধুসূদন গোরাই গ্রামবাসীদের নিয়ে রিসোর্ট ঘুরে দেখেন এবং তাদের সঙ্গে তোলা ছবিও পান। তিনি বলেন, গ্রামের দরিদ্র মানুষ এত বড় হোটেল ও রিসোর্টে এসে খাওয়ার সুযোগ না পেলেও গ্রামবাসীরা এত বড় হোটেলে আসতে চায়। গ্রামবাসীর ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা করা হয়। একই সঙ্গে মকর সংক্রান্তিকে সামনে রেখে বস্ত্র ও কম্বল বিতরণ করা হয়। মধুসূদন গোরাই বলেন, ইচাগড় বিধানসভার দরিদ্রদের স্বপ্ন পূরণের জন্য তিনি প্রচারণা শুরু করেছেন, এজন্য তিনি নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, এলাকার মানুষের প্রতিটি প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্য নিয়েই তিনি রাজনীতিতে এসেছেন। এই কর্মসূচিতে সহযোগী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বৈভব মেমোরিয়াল এডুকেশন অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার চ্যারিটেবল ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দীনেশ বাগড়িয়া, নিমডিহ বিজেপির প্রাক্তন ব্লক সভাপতি ভূষণ সিং, বঙ্কিম দাস, শ্যামাপদ রজক প্রমুখ।

দক্ষিণ কোরিয়ার বিরোধীনেতার উপর হামলা

বুসানে একটি অনুষ্ঠানে গেছিলেন লি জায়মিউং। সেখানে ছুরি নিয়ে তার উপর হামলা চালায় এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি।

দক্ষিণ কোরিয়ার মূল বিরোধী দল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। এই দলের নেতা লি জায়মিউং। মঙ্গলবার সকালে বুসানে বিমানবন্দরের একটি নতুন জায়গা দেখতে গেছিলেন তিনি। সেখানেই তার উপর হামলা হয়। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, লি যখন এলাকায় পৌঁছান, তখন সেখানে যথেষ্ট ভিড় ছিল। এক ব্যক্তি অটোগ্রাফ নিতে লিয়ের সামনে পৌঁছান। লি অটোগ্রাফ দিতে গেলে ওই ব্যক্তি লিয়ের বাঁদিকে ছুরি নিয়ে হামলা চালায়। ঘটনাস্থলে পড়ে যান লি। তার গলায় প্রায় এক ইঞ্চির একটি ক্ষত তৈরি হয়েছে। ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে সেখান থেকে হেলিকপ্টারে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তার চিকিৎসা চলছে। অন্যদিকে, পুলিশ অজ্ঞাপরিচয় ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, আটক ব্যক্তির বয়স ৫০ থেকে ৬০-এর মধ্যে। কেন সে লিয়ের উপর আক্রমণ চালালো, তা এখনো স্পষ্ট নয়। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লিয়ের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। তার চিকিৎসার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা সরকার করবে বলে তিনি জানিয়েছেন। অপরাধীর শাস্তির দাবি করেছেন তিনি। বস্তুত, এর আগের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে খুব ভোটে হেরেছিলেন লি। দক্ষিণ কোরিয়ায় তিনি জনপ্রিয় রাজনীতিক। এর আগেও দক্ষিণ কোরিয়ায় একাধিকবার বিরোধী রাজনীতিকদের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। যদিও সেখানে অস্ত্র আইন খুবই কঠোর।

সাময়িকী

৩ রা জানুয়ারী সারদা মায়ের ১৭১তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ

স্বামীজীর জ্যান্ত দুর্গা হালেন মা সারদা

একদিন দক্ষিণেশ্বরে সারদা মা ঠাকুরের পদ সেবা করছিলেন।হঠাৎ করে মা ঠাকুর কে জিজ্ঞেস করলেন, ঠাকুর, আমাকে তোমার কি বলে মনে হয়?

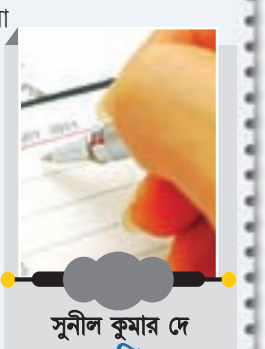

সুনীল কুমার দে
প্রাবন্ধিক

ঠাকুর বিন্দু মাত্র চিন্তা না করে বললেন, যে মা মন্দিরে বসে আছে, যে মা আমায় জন্ম দিয়েছে আর যিনি আমার এখন পদ সেবা করছে,তিনজনকে ই এক বলে মনে করি।সত্য সত্যই তোমাকে মা আনন্দময়ী রূপে দেখতে পাই।ঠাকুর তাই মায়ের সম্পর্কে ভক্তদের বলতেন, ও সারদা,স্বয়ং সরস্বতী,ও জগৎ কে জ্ঞান দিতে এসেছে।ওকি যে সে ও আমার শক্তি।

ঠাকুর তাই মাঝে মাঝে তাঁর ভাগ্নে হৃদয় কে বলতেন,,,হৃদে, আমাকে তুই যা খুশি বলে যা তাতে আপত্তি নেই,এর মধ্যে যিনি আছেন তিনি রাগলে তবু রক্ষে কিন্তু তোর মামীকে যেন কোনোদিন অসম্মান করিস নে।ওর মধ্যে যে আছে, সে রাগলে তোকে ব্রহ্মা,বিষ্ণু মহেশ্বর ও রক্ষা করতে পারবে না। নরেন ওরফে স্বামী বিবেকানন্দ মাকে প্রথম দর্শন করতে যান তখন তাঁকে প্রথম মা দুর্গা রূপে দেখেন ও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন।মা আশীর্বাদ করে বলেন,, এতদিন পরে মায়ের কাছে আসতে হয় বাবা।

নরেন বলেন, এতদিন তো তুমি আমাকে ডাকনি মা,তাই আসি নি।আজ ডাকলে তাই এলাম।

পরবর্তী কালে স্বামীজি মায়ের সম্পর্কে বলেছিলেন, মা আমাদের জ্যান্ত দুর্গা।ঠাকুর চলে যান ক্ষতি নেই।মা গেলেই সর্বনাশ।শক্তি ছাড়া জগতের উদ্ধার হবে না।একদিন কোনো এক ভক্ত মাকে জিজ্ঞেস করেন, মা ঠাকুর কে সবাই ভগবান বলে,তাহলে আপনি কে?

মা হেঁসে বললেন, কেন,আমিও ভগবতী।

হ্যাঁ,সত্যই তিনি ভগবতী।ভগবানের আহ্লাদিনী শক্তি।তিনিই সরস্বতী, তিনিই লক্ষী, তিনিই দুর্গা,তিনিই কালী, তিনিই জগদ্ধাত্রী, তিনিই সীতা রাধা,বিষ্ণুপ্রিয়া, তিনিই এ যুগে মা সারদা।আজ মায়ের ১৭১ তম শুভ আবির্ভাব তিথিতে আদি শক্তি মায়ের চরণে শত কোটি প্রণাম করি ও মায়ের কাছে সারা বিশ্বের মঙ্গল কামনা করি।

পাঠকের চিঠি

সতের মা ও অসতের মা সারদা দেবী

আজ থেকে ১৭১ বছর আগে পশ্চিম বাংলার বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত জয়রামবাটী গ্রামে বৈকুন্ঠ থেকে লক্ষী দেবী এসেছিলেন ধরাধামে দীন হীন কাঙালিনী বেশে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা সঙ্গিনী রূপে তাঁর লীলা কার্য্যে সাহায্য করতে।১৮৫৩ সালের ২২ শে ডিসেম্বর সেই আদি শক্তি মহামায়া মায়ের দেবী রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ঘরে শ্যামা সুন্দরীর কোল আলোকিত করে।মা জন্ম নেওয়ার আগেই বালিকা রূপে শ্যামা সুন্দরীকে দর্শন দিয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, আমি তোমার মেয়ে হয়ে তোমার ঘরে তাড়াতাড়ি আসছি মা।মা সারদাদেবীর মধ্যে দুর্গা,কালী,লক্ষী,সরস্বতী,জগদ্ধাত্রী সব রূপের সমন্বয় ঘটেছিলো।মা সারদা পরবর্তী কালে বিভিন্ন সময়ে তাঁর বিভিন্ন রূপ দেখিয়েছিলেন বিভিন্ন ভক্ত কে।তবে তাঁর মাতৃ রূপের ই বেশি প্রকাশ ঘটেছিলো লোক সমাজে।তিনি মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, আমি পাতানো মা নই,গুরু পত্নী নই,কথার কথা মা নই,আমি সত্যিকারের মা।আমি সতের ও মা আবার অসতের ও মা।আমি শরতের মা আবার আমজাদের ও মা।ছেলে যদি ধুলো কাঁদা মাখে তবে আমাকেই তো তা পরিস্কার করে নিতে হবে।অদ্ভুত কথা ও অদ্ভুত চরিত্র সারদা মায়ের। উনিশ শতকের শেষ দিকে ছোটো জাত বলে সমাজের এক বিরাট অংশকে দূরে সরিয়ে রাখা হত । ঠিক এই সময় নিরক্ষর ব্রাহ্মণ কন্যা সেই সমাজের একজন হয়েও নিজেকে অনেক উপরে তুলে নিয়ে ছোট জাত, বড় জাত, মজুর, মালি, ডাকাত, পতিত, চণ্ডাল, মাতাল সকলকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন,জাত ও ধর্মের বেড়া ভেঙে দিয়েছিলেন ও সবার মা হয়েছিলেন।অথচ তিনি স্কুলে যান নি,লেখাপড়া করেন নি,কোনো ডিগ্রী ছিলো না তবে কি করে হয়েছিলো এতো উদার ও আধুনিক মন।ভাবলে অবাক লাগে।তিনি কোনোদিন মাথার ঘোমটা সরান নি,শাখা,সিঁদুর ও শাড়ি পরা ছাড়েন নি তবে তিনি কি করে এতো আধুনিক ও সংস্কার মুক্ত মহিলা হতে পেরেছিলেন।ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা মায়ের সম্বন্ধে বলতেন,,,ও সারদা,সরস্বতী,ও জ্ঞান দিতে এসেছে।ও কি যে সে ও আমার শক্তি।ওর মধ্যে যিনি আছেন উনি রাগালে ব্রহ্মা,বিষ্ণু মহেশ্বর ও কাউকে রক্ষা করতে পারবে না। মা সারদা দেখতে অতি সাধারণ মহিলা,অতি সহজ ও সরল অথচ নিশ্চিন্তভাবে সমাজ ও ধর্মের অনেক বিধিনিষেধের মাথায় কুঠারাঘাত হেনেছেন । তিনি সামাজিক ভেদাভেদ ভেঙে ফেলার ক্ষেত্রে যে ভুমিকা পালন করেগেছেন তা অবিস্মরণীয় । জয়রামবাটিতে একবার তিনি বলেন, ভক্তের আবার জাত কি ? সব ছেলেই তো এক । আমার ইচ্ছা হয়, সকলকে এক পাত্রে বসিয়ে খাওয়াই । পরেরদিন সারদা দেবীর আদেশে সত্য ময়দার দোকান থেকে দুসের ঝিলেপি আনা হল এবং মা সারদা দেবী একটি পাত্রে মুড়ি আর ঝিলেপি পাঠিয়ে দিলেন ভক্তদের কাছে । একই পাত্র থেকে নিয়ে সকল জাতের লোক একসঙ্গে বসে খেল । সেদিন জাতপাতের উর্ধ্বে এক সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বাঁধা পড়লেন স্নেহময়ী মায়ের সন্তানেরা। একবার মুসলমান আমজাদ কে খাইয়ে মা তাঁর এঁঠো পাতা পরিস্কার করেছিলেন। সেই যুগে এই সব কত বড় ধরনের বৈপ্লবিক ঘটনা অথচ মা সারদা দেবী এধরনের সামাজিক বিপ্লব ঘটাতেন নিঃশব্দে, মাতৃত্বের শক্তিতে।

সুনীল কুমার, পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

আলফার সঙ্গে শান্তি চুক্তি এবং ডিলিমিটেশনের মাধ্যমে অসমকে অকল্পনীয় ভাবে সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

খবার নাগরিকত্ব আইন প্রণয়ন হলেও অসমীয়াদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকবে, সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়া একদিন ফিরে আসবেন

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ইংরেজি নতুন বছর উপলক্ষে প্রতিবছরের গতানুগতিক পরম্পরা রক্ষা করে সাংবাদিকদের সঙ্গে মধুর আলাপে অংশগ্রহণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন আলফার সঙ্গে শান্তি চুক্তি এবং ডিলিমিটেশনের মাধ্যমে অসমকে অকল্পনীয় ভাবে অর্থাৎ ভাবা যায় না এই ভাবে সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে। আগামী ৫০ বছর কিংবা এর অধিক কাল পর্যন্ত অসমকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। এমনকি নাগরিকত্ব আইন প্রণয়ন হলেও অসমীয়াদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকবে। একই সঙ্গে তিনি আলফার সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়ার সঙ্গে রাজ্যের দশ হাজার মানুষ যাতে কথা বলতে পারেন সে ক্ষেত্রে পুলিশকে অসুবিধা না দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। পরেশ বড়ুয়া যেকোনো একদিন রাজ্যে ফিরে আসবেন বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন রাজ্যের স্বার্থ সুরক্ষা করার জন্যই একটি স্থবির হয়ে যাওয়া আলোচনা প্রক্রিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে পুনরোজ্জীবিত করে আলোচনা পন্থী আলফার সঙ্গে চুক্তিতে স্বাক্ষর করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি অসম সরকারও পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রথমত রাজ্যে ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়ে যাওয়া ডিলিমিটেশন অর্থাৎ পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার ফলে ১২৬ টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ৯৬ থেকে ৯৮ টি কেন্দ্র শুধুমাত্র অসমীয়া তথা ভূমিপুত্র দের জন্য সুরক্ষিত করা সম্ভবপর হয়ে উঠেছে। এবার আলোচনা পন্থী আলফা সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক শান্তি চুক্তির মাধ্যমে বিষয়টিকে আরো অধিক শক্তিশালী করা সম্ভবপর হয়েছে। একটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে অবাধে অন্য বিধানসভা কেন্দ্রে প্রবজন করার মাধ্যমে জনবিন্যাসের আমূল পরিবর্তন প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হয়ে উঠবে। তাছাড়া এই চুক্তির মাধ্যমে রাজ্যে পরবর্তী কালে যখনই ডিলিমিটেশন সেটা ২০২৩ সালে করার আদলে হবে বলে সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

তিনি বলেন ডিলিমিটেশন অর্থাৎ পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার ফলে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ৯৬ থেকে ৯৮ টি কেন্দ্র শুধুমাত্র অসমীয়া তথা ভূমিপুত্র দের জন্য সুরক্ষিত করা হয়েছে। একইভাবে বরাক উপত্যকার বারটি আসনের মধ্যে ৮ থেকে ৯ টি আসন সেই এলাকার ভূমিপুত্র দের জন্য সুরক্ষিত করা সম্ভবপর হয়ে উঠেছে। তবে সময়ের গতিতে পরবর্তী সময়ে এক দুটি আসন হাতছাড়া হয়ে যাবে। উদাহরণ স্বরূপে মুখ্যমন্ত্রী বলেন দশ বছর পরে একটি আসন, ২০ বছর পর আরো একটি আসন এভাবে করে আসন হাতছাড়া হলেও অবশেষে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার জন্য ৯৬ টি কেন্দ্র এবং বরাক উপত্যকার জন্য ৮ টি বিধানসভা কেন্দ্র আগামী ৫০ বছর কিংবা এর অধিক কাল পর্যন্ত ভূমিপুত্র ওদের হাতে সুরক্ষিত থাকবে। শুধুমাত্র ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ার জন্য বরাক এবং ব্রহ্মপুত্র প্রত্যেককে মিলে মোট ১০৬ টি বিধানসভা কেন্দ্র সুরক্ষিত করা সম্ভবপর হয়ে উঠেছে। এই বিধানসভা কেন্দ্রগুলোতে ভূমিপুত্ররা ভোটার হবেন এবং বিধায়কও হবেন। এক কথায় বলতে গেলে এই বিধানসভা কেন্দ্র গুলোকে এক একটি দুর্গতে পরিণত করা হয়েছে। এটা সম্পূর্ণ জাতির জন্য এক বড় প্রাপ্তি বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

একইভাবে আলোচনা পন্থী আলফার সঙ্গে স্বাক্ষরিত ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে এই বছরের ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ার আদলে পরবর্তীকালেও অসমে ডিলিমিটেশন সম্পন্ন হওয়া নিশ্চিত হয়েছে। অর্থাৎ পরবর্তীকালে যখনই অসমে পুনর্গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে সেটা ২০২৩ সালের আদলে হবে। তাছাড়া এই চুক্তির মাধ্যমে একটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে অবাধে অন্য বিধানসভা কেন্দ্রে প্রবজন করার মাধ্যমে জনবিন্যাসের আমূল পরিবর্তন প্রতিরোধ করা করা যাবে। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রের কথা উল্লেখ করে বলেন একটি বিধানসভা কেন্দ্রে অবাধ প্রবজন করার পর সেখানের জনবিন্যাসের আমূল পরিবর্তন করে নতুন একটি বিধানসভা কেন্দ্রে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়। কিন্তু এই চুক্তির মাধ্যমে এক্ষেত্রে বাধা দেওয়া সম্ভব হবে। অর্থাৎ এবার থেকে বিবাহ সূত্রে কিংবা জমি কি ক্রয় করা অথবা সরকারি চাকরি থাকলে ইত্যাদি বিভিন্ন কারণ থাকলে অন্য বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটার তালিকায় নাম উঠবে। তবে এই বিষয়টি এখনো চূড়ান্ত করা হয়নি। লোকসভায় বিল এনে সরকার এই ব্যবস্থার চূড়ান্ত রূপ দেবে। একই সঙ্গে অসম সরকারের বিধানসভায় এক্ষেত্রে একাধিক বিল উত্থাপন করার প্রযোজনীয়তা হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন সাল বছর ইত্যাদির খপ্পরে পড়ে অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। এমনকি ১৯৫১ কিংবা ১৯৭১ সালের গণ্ডির ভিতরে প্রবেশ না করেই আলোচনা পন্থী আলফা এক স্ট্রোকে এক বড় প্রাপ্তি এনে দিয়েছে। অসমের ব্রহ্মপুত্র জমি এবং রাজনৈতিক ভাবে সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত হয়েছেন ফলে এক্ষেত্রে আলোচনা পন্থী আলফাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন তিনি।

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল সংক্রান্তে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন আলফার সঙ্গে শান্তি চুক্তি এবং ডিলিমিটেশনের পর এর প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে গেছে। কারণ নাগরিকত্ব আইন প্রণয়ন হলেও অসমীয়াদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকবে। তাছাড়া এই আইনের মাধ্যমে ২০১৪ পর্যন্ত চূড়ান্ত সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে। তাছাড়া এনআরসির মাধ্যমে এই সংক্রান্তে শুধুমাত্র তিন থেকে চার লক্ষ বাঙালি হিন্দু পাওয়া গেছে। তবে দলে দলে মানুষ রাজ্যে প্রবেশ করবে এই আশঙ্কা সম্পূর্ণ ভুল। অন্যদিকে কা কিংবা নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে অসমের থেকে সুপ্রিমকোর্টে আবেদন জানানো হয়েছে। যেহেতু এই বিল ইতিমধ্যে লোকসভা এবং রাজ্যসভায় পাস হওয়ার পর সেটা রাষ্ট্রপতি অনুমোদন করেছেন। ফলে এক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সুপ্রিমকোর্ট নিতে পারবে।। তাছাড়া আলাদা ভাবে অসমীয়া কে বা কারা সেটার সংজ্ঞারও প্রযোজন নেই। এক কথায় বলতে গেলে ২০০ থেকে ৩০০ বছর ধরে রাজ্যে থাকা ব্যক্তিরাই অসমীয়া বলে ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এদিকে আলফার সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়া একদিন ফিরে আসবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন স্বাধীনতার দাবি ত্যাগ করা তার জন্য সম্ভব নয়। একইভাবে স্বাধীন অসমের দাবি মানা সম্ভব নয় কিংবা রাজ্যের কোনো ব্যাক্তি ভারত থেকে মুক্ত হতে চান না। এমনকি সাধারণ জনতা থেকে মোবাইলে মেসেজ এলেও সেটা আইটি ইন্ডাস্ট্রি প্রচেষ্টা করার জন্য আসে স্বাধীন অসমের জন্য নয়। তাছাড়া অসমকে সুরক্ষিত করা মূল বিষয়। কারণ অসমে যদি একজন অসমীয়া মুখ্যমন্ত্রী না হন সেই অসমের স্বাধীনতা দিয়ে কি হবে। ধুবড়ি, মানকাচার ইত্যাদি জেলা নিয়ে স্বাধীন হয়ে কি লাভ হবে এই প্রশ্ন উত্থাপন করে তিনি বলেন ৩০ বছর আগে পরেশ বড়ুয়া অসম ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান অসম সম্পূর্ণ পৃথক। ফলে তাকে যদি ১৫ দিনের জন্য সেইফ প্যাসেজ দেওয়া যায়, তিনি যদি অসমে কিছুদিন থেকে ফিরে যেতে পারেন তাহলে তার মন পরিবর্তন হবে। তাছাড়া তার সঙ্গে রাজ্যবাসীর কথা হওয়া অত্যন্ত প্রযোজন। প্রায় ১০ হাজার ব্যক্তির সঙ্গে পরেশ বড়ুয়ার কথোপকথন হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে পুলিশ যাতে তার সঙ্গে কথা বললে ট্র্যাক না করে সেটারও আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন বিভিন্ন অভিযানে মৃত্যু হওয়া প্রায় ৩০০০ আলফা সদস্যের পরিবারদের সরকারি সাহায্য কিংবা পুনর্বাসনের জন্য প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের কিছুটা বাধা রয়েছে। কারণ কেন্দ্রের মতামত অনুযায়ী এরা জঙ্গি ছিলেন। কিন্তু এখানে তার যুক্তি হলো তারা জঙ্গি থাকলেও অসম প্রেমী ছিলেন। ফলে তাদের পরিবারের সদস্যদের পাশে সরকারকে দাঁড়ানো উচিত বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে তিনি বলেন এই কথাগুলো জানার পর আলফার সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়া একদিন ফিরে আসবেন। এমনকি তিনি স্বয়ং তিন ছয় মাস অন্তর পরেশ বড়ুয়ার সঙ্গে সরাসরি ফোনে কথা বলেন। আগামী ৬-৭ দিনের মধ্যে পরেশ বড়ুয়ার সঙ্গে ফের একবার কথা বলবেন বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার চোখে ২০২৩ সাল ফিরে দেখা

বহু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপের সাহায্যে রাজ্য সরকারের সফলতার গাথা বয়ান

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ইংরেজি নতুন বছর উপলক্ষে প্রতিবছরের মতো এবারও রাজ্যের বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং বৈদ্যুতিক মাধ্যমের সম্পাদক এবং বরিষ্ঠ সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সাংবাদিকদের সঙ্গে মধুর আলাপে তিনি বলেন ইংরেজি নতুন বছরের সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময় করা গত কয়েক বছর ধরে এক পরম্পরা সৃষ্টি হয়েছে। তার আগের বেশ কয়েকজন মুখ্যমন্ত্রী এভাবে ইংরেজি নতুন বছরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপ করেছেন। এবার একই ধারা অব্যাহত রেখে তিনি ২০২৩ সালে সরকারের উপলব্ধি এবং প্রাপ্তি সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি স্বয়ং এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের ২০২৩ সালে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় সফর, মন্ত্রিসভার বৈঠক, রাজ্যের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, অপরাধের নিম্নগামী সংখ্যা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন দুই বছর আট মাসের এ সরকারের কার্যকালে ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১১২ টি মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। যার মাধ্যমে ১৫১৩ টি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরমধ্যে ১৩৭০ টি সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা হয়েছে। রাজধানীর বাইরে মোট ১৩ টি মন্ত্রিসভার বৈঠক শিলচর, ধেমাজি সহ বিভিন্ন জেলা সদরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০২৩ সালে চল্লিশটি মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে যার মাধ্যমে ৫৭৮ তুই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই বছরে রাজধানীর বাইরে ডিব্রুগড় পামেরি তিনসুকিয়া এবং দিল্লিতে মোট।চারটি কেবিনেট বৈঠক আযোজন করা হয়েছিল। একইভাবে কেবিনেট বৈঠক ছাড়াও ২৬১ টি সরকারি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। মোট ৪৩ বিভাগের এই বৈঠক গুলোতে ৩২৮৯ টি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

রাজধানীর বাইরে বিভিন্ন জেলা সদরে সফর সংক্রান্তে মুখ্যমন্ত্রী বলেন ২০২৩ সালে তিনি ২৮ জেলা সফর করেছেন। তাছাড়া ৩১ দিন বিভিন্ন জেলা সদরে রাত্রি যাপন করেছেন। তাছাড়া ১০৭ বার তিনি বিভিন্ন জেলায় সফর করেছেন। এর মধ্যে কোন জেলায় ১২ বার, কোন জেলায় ১১ বার তার সফর হয়েছে। তাছাড়া মন্ত্রী অতুল বরা ২৬ জেলায় ১০২ বার সফর করেছেন। একইভাবে মন্ত্রী ইউ জি ব্রহ্ম ১৮ জেলায় ১২৬ বার, মন্ত্রী চন্দ্র মোহন পাটোয়ারী ১৪ জেলায় ৫৩ বার, মন্ত্রী পরিমল শুক্ল বৈদ্য ৩৩ জেলায় ১১৩ বার, মন্ত্রী কেশব মহন্ত ২৫ জেলায় ১১১ বার, মন্ত্রী রণোজ পেগু ৩০ জেলায় ১৩৮ বার, মন্ত্রী অশোক সিংহল ২৬ জুলাই ৬৫ বার, মন্ত্রী যোগেন মোহন ২৮ জেলায় ১৪৫ বার, মন্ত্রী সঞ্জয় কিষান ১৯ জেলায় ৭২ বার, মন্ত্রী অজন্তা নেওগ ২০ জেলার ৮৭ বার, মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা ৩৪ জেলায় ২০৯ বার, মন্ত্রী বিমল বরা ২৫ জেলায় ৮৩ বার, মন্ত্রী নন্দিতা গার্লসা ২৫ জেলায় ১০৪ বার, মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া ৩৩ জেলায় ১৪১ বার এবং মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস ৩১ জুলাই ২১৩ বার সফর করেছেন বলে জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন তিনবার করে জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া গত ২ নভেম্বর জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারদের যৌথ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ২০২৩ সালে ৪৪ জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ১৭৭ বার রাজ্য সফর করেছেন। এর মধ্যে রাষ্ট্রপতি একবার, উপরাষ্ট্রপতি তিনবার, প্রধানমন্ত্রী দুইবার, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চারবার, অর্থমন্ত্রী একবার, প্রতিরক্ষার মন্ত্রী দুইবার, পরিবহনমন্ত্রী দুই বার এবং লোকসভার অধ্যক্ষ একবার অসম সফরে এসেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সচিব পর্যায়ের সফরে ৮৩ জন আমলা রাজ্য সফর করে গেছেন। তাছাড়া ভুটানের রাজা সর্বপ্রথম বার অসম সফরে এসেছিলেন। আমেরিকা সিঙ্গাপুরের হাই কমিশনার সহ মোট ১০ জন বিদেশের প্রতিনিধিও রাজ্য সফর করে গেছেন। ২০২৩ সালে বিদেশি পর্যটকদের সংখ্যা ৫০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া জাতীয় পর্যটক ১০৩ শতাংশ বেড়েছে বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন মূলত ২০২৩ সালে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার ফলে চারটি ক্ষেত্রে বিশেষ সফলতা পেয়েছে সরকার। ১৩ এপ্রিল বিহু নৃত্য গিনিজ বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, ১৭ সেপ্টেম্বর অমৃত বৃক্ষ আঃদোলন অনুষ্ঠিত হয়েছে যেখানে দশটি গিনিজ রেকর্ড পেতে সক্ষম হয়েছে সরকার। তাছাড়া খেল মহারণে ২৭ লক্ষ যুবকযুবতী খেলোয়াড় অংশ নিয়েছেন। একইভাবে সাংস্কৃতিক মহারণে তিন লক্ষ যুবকযুবতী যোগদান করেছেন। এই চারটি কার্যসূচিতে অসমের যুবকযুবতীরা একটি সম্পূর্ণ বছর ব্যস্ত ছিলেন বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন চড়াইদেউ মৈদাম ইউনেস্কোর ঐতিহ্য ক্ষেত্রের তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এই একই সালে দুটি শান্তি চুক্তি করা হয়েছে। এই দুটি সহ রাজ্যের বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে ১১ টি শান্তি চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র পরেশ বড়ুয়া এবং আলফার একটি অংশ ছাড়া অন্য কোনো জঙ্গি সংগঠন বাকি নেই। বিভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে মোট ৩৮৪২ জন উগ্রপন্থী সমাজের মূল স্রোতে ফিরে এসেছেন বলে জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন অর্থনৈতিক ভাবেও অসম বহু দূর এগিয়ে গেছে। বর্তমান রাজ্যে জিডিপি ৫.৬৫ লক্ষ কোটি পৌঁছে গেছে। ২০২৪ সালে এই জিডিপি ৬.৩৮ লক্ষ কোটিতে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এভাবে ২০২৬ সাল পর্যন্ত রাজ্যের জিডিপি প্রায় ১০ লক্ষ কোটি দাঁড়াবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী শর্মা বলেন কর সংগ্রহের ক্ষেত্রেও ১৮ শতাংশ গ্রোথ পেয়েছে সরকার। ২০২২ ২৩ সালের ১৬৬৩১ কোটি টাকা কর আদায় করার বিপরীতে বর্তমান সময় পর্যন্ত ১৯৫৬৮ কোটি টাকা কর সংগ্রহ হয়েছে। দেশের কয়েকটি রাজ্য ১৮ শতাংশ গ্রোথ পেতে সক্ষম হয়েছে। তাছাড়া অসম সরকার ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, জাইকা ইত্যাদি সংস্থা থেকে ৫৮ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের অনুমোদন পেয়েছে। তিনি জানান ইতিমধ্যে রাজ্যের ৫১৭৯ হেক্টর বন জমি দখল মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে সরকার।

অন্যদিকে অপরাধের ক্ষেত্রেও ২০২৩ সালে ব্যাপক সফলতা পাওয়া গেছে বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান মহিলার বিরুদ্ধে অপরাধের ক্ষেত্রে ২০২১ সালে ৩০ হাজার ঘটনার বিপরীতে ২০২৩ সালে ৭৪৫৩ টি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সব মিলিয়ে অপরাধের সংখ্যা ২০২১ সালে ১ লক্ষ ৩৩ হাজারের বিপরীতে ২০২৩ সালে এই সংখ্যা নিম্নগামী হয়ে ৬৩ হাজারে দাঁড়িয়েছে। ২০২১ সালে ১ লক্ষ ৩৩ হাজার অমীমাংসিত মামলার বিপরীতে ২০২৩ সালে ২৬ হাজার মামলা অমীমাংসিত রয়েছে। এমনকি মাজুলী জেলায় একটিও অমীমাংসিত মামলা বর্তমান নেই। বর্তমান যেভাবে পুলিশে নিযোগে প্রক্রিয়া চলছে ২০২৬ সাল পর্যন্ত কোনো ধরনের অমীমাংসিত মামলা থাকবে না বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান ২০২১ সালে ৬ শতাংশ কনভিকশন রেট ছিল যেটা ২০২৩ সালে ১৭ শতাংশ হয়েছে। ২০২৬ সালে এটাকে ৪০ শতাংশ করার লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছে। ড্রাগসের বিরুদ্ধে অভিযানে ২০২৩ সালে ১৬৪ কেজি হিরোইন জব্দ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ৫০০০ ব্যক্তি গ্রেফতার হয়েছে এবং তিন হাজারটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। একই সঙ্গে নকল টাকা এবং সোনা সরবরাহের বিরুদ্ধে পুলিশের ব্যাপক অভিযান চলছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান ২০২৩ সালে ১০৩ জন সরকারি অফিসার তথা কর্মচারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যদিকে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে অসম কতটুকু সফল হয়েছে সেটা যাচাই করার জন্য ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ পপুলেশন সাইন্স প্রতিষ্ঠানকে সমীক্ষা করতে দেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। ড০ শর্মা বলেন একমাত্র সড়ক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে সফলতা পাওয়া সম্ভব হয়নি। তবে এক্ষেত্রে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়তে দেওয়া হয়নি বরং সেটা আগের মতনই রয়েছে। তবে ভালো খবর এটাই যে ডিসেম্বরে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা ৩৭ শতাংশ নিম্নগামী হয়েছে। ২০২৩ সালে প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর সঙ্গে সীমানা বিবাদ নিষ্পত্তি করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে সীমানা বিবাদ নিষ্পত্তি করা গেছে। মন্ত্রিসভার বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্ত গুলি অধিকাংশ কার্যকরী করার পাশাপাশি পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং নাগরিক কেন্দ্রিক নানা উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

টুকরো খবর

২০২৪ সালে এক বৃহৎ বিনিয়োগের মাধ্যমে অসম অর্থনৈতিক শক্তি কেন্দ্রে রূপান্তরিত হবে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

রাজ্যের জন্য বেশ কয়েকটি আইকনিক প্রজেক্ট ঘোষণা, ২০০ টি বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব, ১০০০ টি ব্যক্তিগত মাদ্রাসা বন্ধ করার উদ্যোগ

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ ইংরেজি নতুন বছর উপলক্ষে প্রতিবছরের মতো এবার কইনাধরা নয় বরং মহানগরের দিশপুর স্থিত অসম সচিবালয়ের লোকসেবা ভবনে রাজ্যের বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং বৈদ্যুতিক মাধ্যমের সম্পাদক এবং বরিষ্ঠ সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সাংবাদিকদের সঙ্গে এই মধুর আলাপে তিনি ২০২৪ সাল ঘিরে তার পরিকল্পনা এবং সরকারের প্রস্তাবিত পদক্ষেপ সংক্রান্তে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। তিনি বলেছেন ২০২৪ সালে এক বৃহৎ বিনিযোগের মাধ্যমে অসম অর্থনৈতিক শক্তি কেন্দ্রে রূপান্তরিত হবে। তাছাড়া রাজ্যের জন্য বেশ কয়েকটি আইকনিক প্রজেক্ট সংক্রান্তে ঘোষণা করার পাশাপাশি ২০০ টি বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব এবং ১০০০ টি ব্যক্তিগত মাদ্রাসা বন্ধ করার উদ্যোগ সম্পর্কে জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন ২০২৪ সালে রাজ্যে এক বৃহৎ বিনিযোগে হতে চলেছে। যেটা ২০-৩০ হাজার কোটি টাকা কিংবা তার অধিক হবে। এক্ষেত্রে দুই তিনটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান রাজ্যে বিনিযোগে করবে। এই বিনিযোগে হলে অসম অর্থনৈতিক শক্তি কেন্দ্রে রূপান্তরিত হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে প্রস্তাবিত বেশ কয়েকটি আইকনিক প্রজেক্টের বিষয় উল্লেখ করেছেন। তিনি জানান ৩০০০ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে গুয়াহাটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালে এক আইকনিক স্ট্রাকচার স্থাপন করা হবে। যেখানে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ যাবতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা উপলব্ধ হবে। একইভাবে মহানগরের নেহেরু স্টেডিয়ামকে সাজিয়ে তুলে এক অত্যাধুনিক নতুন আকার দেওয়া হবে। তাছাড়া গহপুরে ১০০০ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে কনকলতা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হবে। একই সঙ্গে আলফা চুক্তিতে লিপিবদ্ধ শিবসাগরে চুকাফা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয় গতানুগতিক রাজনৈতিক বিজ্ঞান ইতিহাস ইত্যাদি পাঠ্যক্রম থাকবে না। বরং এখানে থাকবে এআই অর্থাৎ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মেশিন লার্নিং ইত্যাদি বর্তমান সময়ে প্রযোজন থাকা অত্যাধুনিক পাঠ্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হবে বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন গুয়াহাটি মহানগরের দিঘলিপুখুরি থেকে নুনমাটি পর্যন্ত প্রস্তাবিত ৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সেতু অন্যতম আইকনিক প্রজেক্ট। একইভাবে কাজিরাঙ্গায় ন্যাচারাল রেস্কিউ সেঃটার স্থাপন করা হবে। মহানগরের চিড়িয়াখানার নতুন রূপ দিয়ে এটাকে অত্যাধুনিক চিড়িয়াখানা হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। দীপর বিলে অত্যাধুনিক প্রকল্প নির্মাণের প্রস্তাব আইকনিক প্রজেক্ট হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান ১০০টি বিদ্যালয় চা বাগান এলাকায় নির্মাণ করার প্রস্তাব রয়েছে। তাছাড়া ২০২৪ সালে ২০০ টি আধুনিক বিদ্যালয় নির্মাণ করা হবে। আগামী ফেব্রুয়ারি থেকেই এই নির্মাণ কার্য শুরু হবে। প্রতিটি বিদ্যালয় নির্মাণ বাবদ ৮ কোটি টাকা করে ব্যয় করা হবে। এভাবে প্রতিবছর ২০০ টি করে ২০২৬ সাল পর্যন্ত মোট ৫০০ টি সব ধরনের সুবিধা থাকা অত্যাধুনিক বিদ্যালয় নির্মাণ করবে সরকার। একইভাবে ৯ টি নার্সিং কলেজ স্থাপন করা হবে। তাছাড়া বিভিন্ন আইন মহাবিদ্যালয়, বিএড মহাবিদ্যালয় স্থাপন করার প্রস্তাব রয়েছে বলে তিনি জানান। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন বর্তমান রাজ্যে তিন হাজারটি ব্যক্তিগত মাদ্রাসা রয়েছে। এবার ব্যক্তিগত মাদ্রাসার সংখ্যা ৩০০০ থেকে ২ হাজারে নামিয়ে আনার ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা চলছে। বর্তমান এই ব্যক্তিগত মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। এক্ষেত্রে অসম পুলিশ এবং শিক্ষা বিভাগ ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন অসম মালার অধীনে রাজ্যের সড়ক নেটওয়ার্ক জাতীয় সড়কের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। রাজ্য সড়কের ব্যাস ৫.৩ মিটার থাকে। এটাকে ১০ মিটার পর্যন্ত বাড়িয়ে তিন হাজার সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে সরকার। তিনি বলেন এমএসএমইর ক্ষেত্রে ৩২ হাজার কোটি টাকা বিনিযোগের প্রস্তাব রয়েছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং পর্যায়ে প্রায় ১৭ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত হবেন বলে জানান তিনি। ড০ শর্মা বলেন মিশন বসুন্ধরার মাধ্যমে ২ লক্ষ ২৬ হাজার ব্যক্তিকে জমির পাট্টা দেওয়া হয়েছে। তবে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ে এর মাধ্যমে রাজ্যের ৮৫ হাজার উপজাতি ব্যক্তিরা জমির পাট্টা পেয়েছেন। তাছাড়া ৮৩ হাজার ওবিসি ব্যক্তি মিশন বসুন্ধরার মাধ্যমে জমির পাট্টা পেয়েছেন। একইভাবে ১০০০০ এমওবিসি ব্যক্তি এবং সাধারণ শ্রেণীর ৬৩ হাজার ব্যক্তি জমির পাট্টা এতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি বলেন অরুণোদয় প্রকল্পের মাধ্যমে ২৭ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত হচ্ছেন। মাইক্রো ফাইন্যান্স থেকে ঋণ নেওয়া মহিলাদের ঋণ ফিরিয়ে দেওয়া প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। আয়ুষ্মান চিকিৎসা কার্ডের মাধ্যমে ৪ লক্ষ ব্যক্তি ক্যাশ লেস ভাবে উপকৃত হয়েছেন। টাটা ইনস্টিটিউট রাজ্যের ১০০০ বিজ্ঞান স্নাতক যুবকযুবতীদের প্রশিক্ষণের জন্য নিযোগ করেছে। এভাবে মোট ২০০০ যুবক যুবতীদের চাহিদার কথা জানিয়েছে টাটা ইনস্টিটিউট। প্রধানমন্ত্রী কৃষক সম্মান নিধির মাধ্যমে ১.৯৭ লক্ষ্য ব্যক্তি উপকৃত হয়েছেন। সরকার কৃষকদের থেকে ২১০০ টাকা মূল্যে ধান কেনার পর এবার ব্যক্তিগত মিল কৃষকদের থেকে ২৪০০-২৫০০ টাকা মূল্যে ধান ক্রয় করছে। এর মাধ্যমে কৃষকরা উপকৃত হচ্ছেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন গুয়াহাটি মহানগরকে প্রকৃতার্থে উত্তরপূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার হিসেবে গড়ে তোলার স্বার্থে সরকার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। মূলত অসমের উন্নয়ন হলে উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি রাজ্যের উন্নতি হবে। এবার উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর উন্নয়ন হলে অসম একই সঙ্গে উপকৃত হবে। তবে শুধুমাত্র গুয়াহাটি মহানগর নয় শিলচর এবং ডিব্রুগড়ের উন্নয়নের ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করেছে সরকার। মনিপুর, নাগাল্যান্ড এবং মিজোরামের ক্ষেত্রে শিলচর এক উল্লেখযোগ্য শহর। একইভাবে অরুণাচল প্রদেশ এবং নাগাল্যান্ডের ক্ষেত্রে ডিব্রুগড়ের গুরুত্ব অত্যাধিক। এর ফলেই শিলচর এবং ডিব্রুগড়ের উন্নতির ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়ার পরিকল্পনা সরকার করেছে বলে ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

জামশেদপুর স্থানীয় ভাষার ফিল্ম সিটিতে পরিণত হয়েছে

জামশেদপুর (অনিশা গোরাই) ঃ স্থানীয় ভাষার সিনেমা এবং ভিডিও অ্যালবমের বাজার এখন প্রসারিত হচ্ছে। কোলহানের মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য একটি প্রিয় স্থান। এখানকার সুন্দর পর্বতমালা, সবুজ উপত্যকা, নদী, জলপ্রপাত ইত্যাদি প্রাকৃতিক দৃশ্য ফিল্ম এবং ভিডিও অ্যালবাম তৈরির জন্য খুবই উপকারী প্রমাণিত হচ্ছে। প্রযোজকদের বাজেট উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। জামশেদপুর শহরেও শতাধিক হাইটেক লোকেশন রয়েছে। যার কারণে জামশেদপুর শহরও স্থানীয় ভাষার ফিল্ম সিটিতে পরিণত হয়েছে। রাজ্য সরকার যদি অন্যান্য রাজ্য সরকারের মতো সহযোগিতা করে, তবে অবশ্যই এই ব্যবসার সাথে যুক্ত চলচ্চিত্র প্রযোজক, পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রী এবং অন্যান্য শিল্পীদের কর্মসংস্থানের উৎস পাওয়া যাবে। এছাড়া স্থানীয় দোকানদারদের কর্মসংস্থান বাড়বে। মনিকাগুনু ফিল্মসের ব্যানারে রাড বাংলা 'মিলনের বেলা' ছবির শুটিং হবে। জামশেদপুরের মনিকাগুনু ফিল্মসের ব্যানারে নির্মিত হচ্ছে রাড় বাংলা ছবি 'মিলনের বেলা'। এই ছবির ওটিটি পার্টনার হল মেরা টিভি। এই ছবির প্রযোজক সুরজ সিং, পরিচালক উদয় সিং এবং সহপ্রযোজক মনীশ কুমার সিং। পরিচালক উদয় সিং জানিয়েছেন, এই ছবিতে পুরুলিয়া ইন্ডাস্ট্রির গ্ল্যামার কুইন অভিনেত্রী মনিকা সিং এবং সুপারস্টার কৈলাশ জ্যাকসনের জুটি প্রথমবার পর্দায় আনা হচ্ছে। এছাড়াও, ধানবাদের কমেডিয়ান সুরজ এবং পুরুলিয়ার অভিনেতা অভিনেত্রী এই ছবিতে কাজ করবেন। ২০ জানুয়ারি থেকে জামশেদপুর এবং এর আশেপাশের বিভিন্ন লোকেশনে ছবিটির শুটিং হবে।

ওয়ানডে ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যান ডেভিড ওয়ার্নার

পর্থ ঃ অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যান ডেভিড ওয়ার্নার তার শেষ টেস্ট ম্যাচের আগে ওয়ানডে (ওডিআই) ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন। পাকিস্তানের সাথে চলমান সিরিজের আগেই ৩৭ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার অবসরের ঘোষণা দিলেন। সোমবার, ওয়ার্নার বলেছেন যে ওডিআই ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্তটি তিনি ভেবেচিন্তেই নিয়েছেন। গত বছর ভারতের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়াকে ক্রিকেট বিশ্বকাপ জেতাতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন ওয়ার্নার। টুর্নামেন্টে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে সবচেয়ে বেশি রানের মালিক ডেভিড ওয়ার্নার অবসরের এই ঘোষণা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, ''দূর্দান্ত এক বিশ্বকাপের পরে এটাই অবসর ঘোষণার উপযুক্ত সময় বলে আমার মনে হয়েছে।'' তিনি আরও বলেন, অবসর নেওয়ার ফলে এখন নতুন খেলোয়াড়দের জন্য সুযোগ তৈরি হবে এবং তাকে বিদেশী ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট খেলার ক্ষেত্রে তিনি আরও বেশি স্বাধীনতা পাবেন। ওয়ার্নার গত ১৪ সিজন ধরে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে খেলছেন এবং তার প্রচুর ফলোয়ার রয়েছে। তবে ডাক পেলে ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেননি তিনি। বুধবার নিজ শহর সিডনিতে ১১২তম ও শেষ টেস্ট খেলবেন ওয়ার্নার। তিনি এ পর্যন্ত ১৬১টি ওডিআই ম্যাচ খেলেছেন, ছয় হাজার ৯৩২ রান করে অস্ট্রেলিয়ার ওডিআই ইতিহাসে ষষ্ঠ সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হিসেবে নিজের অবস্থান তৈরি করেছেন। তবে তার ক্যারিয়ার বিতর্কমুক্ত ছিল না। ২০১৮ সালে, ওয়ার্নারকে স্যান্ডপেপারগেট বল টেম্পারিং কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার অভিযোগে এক বছরের জন্য সব ধরনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তখন তিনি অস্ট্রেলিয়ার সহঅধিনায়ক ছিলেন। পরে এক জুনিয়র খেলোয়াড়কে তিনি বল টেম্পারিংয়ের দেন। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট দলে নেতৃত্বের পদ থেকেও তাকে স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। সোমবার, তিনি অস্ট্রেলিয়ান মিডিয়াকে বলেছিলেন যে এই কাজের জন্য তার ভেতরে কোন অনুশোচনা নেই। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খেলার নিয়ন্ত্রক সংস্থা ¯ ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া বলেছে, ওয়ার্নার দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে একটি ম্যাচের সময় স্যান্ডপেপার দিয়ে বলের অবস্থা কৃত্রিমভাবে পরিবর্তন করার একটি পরিকল্পনা করেছিলেন। অন্যান্য ঘটনার মধ্যে রয়েছে, ইংল্যান্ডের কাছে হেরে যাওয়ার পর একদিন এক পানশালায় ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার জো রুটের সাথে মারামারিতে জড়িয়েছিলেন তিনি। যা তাকে ক্রিকেটের দুনিয়ায় একজন ঝগড়াটে ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত করে তোলে। তিনি ইংল্যান্ডের অনেক ক্রিকেট সমর্থকের কাছে অজনপ্রিয়। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার সমর্থকরাও বল টেম্পারিং ইস্যুতে তার জড়িত থাকার অভিযোগে হতাশা প্রকাশ করেছেন। অতি সম্প্রতি, অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ফাস্ট বোলার মিচেল জনসন প্রশ্ন করেছিলেন যে কেন ওয়ার্নারকে তার শেষ টেস্ট সিরিজে নায়কোচিত বিদায় জানানো হবে। অস্ট্রেলিয়ার এক পত্রিকায় তিনি লিখেছেন, পাঁচ বছর হয়ে গেছে এবং ডেভিড ওয়ার্নার এখনও বল টেম্পারিং কেলেঙ্কারির দায় স্বীকার করেননি। তবে ক্রিকেট খেলায় ওয়ার্নারের অবদান অনস্বীকার্য। ডেভিড ওয়ার্নার ভারতে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় ¯ শুধুমাত্র মাঠে তার দক্ষতার জন্যই নয়, কিছু সময়োপযোগী সোশ্যাল মিডিয়া কন্টেন্টের জন্যও তিনি আলাদা পরিচিতি পেয়েছেন। বিশেষ করে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জনপ্রিয় দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্রের বিভিন্ন গানে নাচের চালগুলো তুলে ধরে আলাদা খ্যাতি পেয়েছেন তিনি। সোমবারের সংবাদ সম্মেলনে ওয়ার্নার নিজেই বলেছিলেন যে তিনি দারুণ অনুভব করছেন। সত্যি কথা বলতে, যখন আমি প্রথম ব্যাটিং করতে শুরু করি, তখন আমি ভাবিনি যে নিউ সাউথ ওয়েলস বা অন্য কোন দলের হয়ে ওপেনিং ব্যাটসম্যান হবো। কিন্তু এখন এই পর্যায়ে এসে ১১২টি টেস্ট খেলেছি এটা ভাবতেই অবাক লাগে। আমি এখনও নিজেকে চিমটি কাটি।

ওয়ার্নারের ব্যাগি গ্রিন খুঁজে পেতে সেরা গোয়েন্দা চান পাকিস্তান অধিনায়ক

লাহৌর (ওয়েবডেস্ক) ঃ শান মাসুদের চোখেমুখে বিস্ময়! এমনটাও হতে পারে! সিডনি টেস্টের আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে প্রথমবার পাকিস্তানি অধিনায়ক জানলেন, বিদায়ী টেস্টের আগে ডেভিড ওয়ার্নারের ব্যাগি গ্রিন চুরি হয়েছে। জেনে মাসুদ স্বাভাবিকভাবেই বিস্মিত হয়েছেন। জীবনের শেষ টেস্টের আগে ওয়ার্নার যেন ব্যাগি গ্রিন ফিরে পান, সেজন্য উদ্যোগও নিতে বলেছেন তিনি। তা সেই উদ্যোগটা কে নেবেন? এটা তো কর্তৃপক্ষেরই নেওয়ার কথা। শান মাসুদ তা সুনির্দিষ্টভাবে বলেও দিয়েছেন, অস্ট্রেলিয়া সরকারের পক্ষ থেকে যেন সারা দেশে এটার খোঁজ লাগানো হয়। এসব সময়ে যা বলাটা মোটামুটি নিয়ম, বলেছেন সেটিও। ওয়ার্নার হারানো ব্যাগি গ্রিন খুঁজে পাবেন, এই আশার কথাও হয়তো এ কারণেই। সিডনি টেস্ট আগামীকাল। এই টেস্ট দিয়েও সাদা পোশাকের ক্রিকেটকে বিদায় বলবেন ওয়ার্নার। এমন পরিস্থিতিতে মেলবোর্ন থেকে সিডনি যাওয়ার পথে কয়েক দিন আগে ওয়ার্নারের ব্যাগি গ্রিন চুরি হয়। সংবাদ সম্মেলনে মাসুদ এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'অস্ট্রেলিয়ান সরকারের পক্ষ থেকে সারা দেশে খোঁজা উচিত। এটা খুঁজে পেতে সেরা গোয়েন্দার প্রয়োজন হতে পারে। তিনি (ওয়ার্নার) খেলাটার বড় এক দূত। অবিশ্বাস্য ক্যারিয়ারের জন্য সব সম্মান ও উদ্‌যাপন তাঁর প্রাপ্য। আশা করছি, তারা এটা খুঁজে পাবে। যেকোনো ক্রিকেটারের জন্য এটা মূল্যবান এবং আশা করছি ডেভিড ওয়ার্নার ব্যাগি গ্রিন ফিরে পাবেন।' এর আগে ইনস্টাগ্রামে আজ মঙ্গলবার সকালে ওয়ার্নার জানিয়েছেন, 'এটা আমার শেষ অবলম্বন। কিন্তু আমার যে ব্যাকপ্যাকে ব্যাগি গ্রিন ছিল, লাগেজ থেকে সেটা নিয়ে নেওয়া হয়েছে। কয়েক দিন আগে যা মেলবোর্ন বিমানবন্দর থেকে সিডনিতে এসেছে। এটার সঙ্গে আমার আবেগ জড়িত। এটা এমন একটি কিছু, যা আমি ফিরে পেতে চাই।' ওয়ার্নার প্রয়োজনে 'চোর'কে অন্য একটি ব্যাকপ্যাক দেওয়ার কথাও বলেছেন, 'যদি এই ব্যাকপ্যাকটিই আপনি চেয়ে থাকেন, আমার কাছে অতিরিক্ত একটা আছে। আপনি কোনো সমস্যায় পড়বেন না, শুধু আমার কিংবা ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আপনি যদি ব্যাগি গ্রিন ফেরত দেন, আমি আপনাকে আমার এই ব্যাকপ্যাক খুশিমনে দিয়ে দেব।'

টেস্ট বাঁচাতে জাদুর কাঠির আশা কামিন্সের

পর্থ ঃ আলোচনাটা যে নতুন, তা নয়। তবে টেস্ট ক্রিকেটের ভবিষ্যৎসংক্রান্ত সে আলোচনা নতুন করে সামনে এসেছে নিউজিল্যান্ড সফরের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় সারির দল ঘোষণার পর। এবার তা নিয়ে কথা বলেছেন অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক প্যাট কামিন্স, ব্যাটসম্যান উসমান খাজা। কামিন্সের আশা, কোনো এক জাদুকরি শক্তি এসে বাঁচিয়ে দেবে টেস্ট ক্রিকেটকে। আর ম্যাচ ফি বাড়িয়ে আরও বেশি ক্রিকেটারকে উৎসাহিত করতে বলছেন খাজা।

টেস্ট ক্রিকেটের যে নাটকীয় অবনতি ঘটেছে, কামিন্স অবশ্য এর সঙ্গে একমত নন। সিডনিতে আগামীকাল শুরু হতে যাওয়া শেষ টেস্টের আগে কামিন্স এ সংস্করণের ভবিষ্যৎ নিয়ে বলেন, 'আমার আশা, আগামী ১০ বা ২০ বছরে এটি এখনকার চেয়ে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। আমার মনে হয়, এবারের টেস্ট মৌসুমের আগে পাকিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে কিছু প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ ছিল। পাকিস্তানের বিপক্ষে দুটি দুর্দান্ত টেস্ট ম্যাচ হয়েছে, অনেক সমর্থন, অনেক দর্শক ছিল।'

এরপর কামিন্স যোগ করেন, 'ফলে যেভাবে বলা হচ্ছে, এটি যে ততটা নিচের দিকে যাচ্ছে, আমি তা মনে করি না। তবে যে পরিমাণে অন্যান্য ক্রিকেট হচ্ছে, সেখানে একটা ব্যাপার আছে। অবশ্যই অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে মেধার প্রতিযোগিতা এখন অনেক বেশি।'

অস্ট্রেলিয়া অধিনায়কের আশা, দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় সারির দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনা হয়েই থাকবে, 'আমি বেড়ে উঠেছি টেস্ট ক্রিকেটকে দারুণ ভালোবেসে। আমার মনে হয়, এটি বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যায়। আমি জানি, দক্ষিণ আফ্রিকা তাদের সেরা দলটি পাঠাচ্ছে না। আশা করি, এটি (বিচ্ছিন্ন) একটা ঘটনা হয়ে থাকবে।'

অস্ট্রেলিয়ার মতো দলগুলোর জন্য টেস্ট ক্রিকেটের ব্যাপারটি এখনো আলাদা। এবার যেমন পাকিস্তানের বিপক্ষে বক্সিং ডে টেস্টের প্রথম দুই দিনই এক লাখের বেশি দর্শক ছিলেন মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে। তবে বিশ্বের অন্যান্য জায়গায় ব্যাপারটি মোটেও এমন নয়, কামিন্সের দুশ্চিন্তাও সেটি নিয়েই, 'অস্ট্রেলিয়ায় প্রতি মৌসুমই আগেরবারের চেয়ে বড় মনে হয়। তবে বিদেশে গেলে অবশ্যই ব্যাপারটি এমন। কিছু ব্যাপারে মাঝেমধ্যে চিন্তাই হয়। তবে একই সঙ্গে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের এত সমর্থক এর আগে কখনোই ছিল না আর আমার মনে হয়, বিশ্বে অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি সমর্থক এখন ক্রিকেট দেখছে।'

আদর্শগতভাবে এটি টিকিয়ে রাখতে গেলে ১৫ থেকে ২০টি টেস্ট খেলুড়ে জাতি থাকবে, যারা সত্যিই শক্তিশালী। আমি জানি, অনেক রকমের ভিন্ন চ্যালেঞ্জ আছে।

প্যাট কামিন্স, অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট অধিনায়ক

ক্রিকেটের বিশ্বায়নে টি-টোয়েন্টিই সবচেয়ে বড় মাধ্যম হবে, এটিও বেশ আগে থেকেই প্রচলিত। কামিন্স সে বাস্তবতাটি জানেন, 'টেস্ট ক্রিকেটপ্রেমী হিসেবে আমি তো চাইব সবাই টেস্ট ক্রিকেট দেখুক। কিন্তু এ মুহূর্তে ক্রিকেট যতটা শক্তিশালী, আগে কখনো দেখিনি।'

এসবের মধ্যে টেস্ট ক্রিকেটকে টিকিয়ে রাখতে গেলে কী করতে হবে, সে প্রসঙ্গে কামিন্সের মত, 'আদর্শগতভাবে এটি টিকিয়ে রাখতে গেলে ১৫ থেকে ২০টি টেস্ট খেলুড়ে জাতি থাকবে, যারা সত্যিই শক্তিশালী। আমি জানি, অনেক রকমের ভিন্ন চ্যালেঞ্জ আছে। অস্ট্রেলিয়ায় যে এটি প্রাধান্য পায়, সে কারণে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি। যখনোই খেলি, অনেক সমর্থন পাই। আমি জানি না, জাদুকরি সমাধান কী হতে পারে, তবে এমন কিছু থাকলে দারুণ হতো।'

সম্প্রতি টেস্ট ক্রিকেটের ব্যাপারে অস্ট্রেলিয়া, ভারত, ইংল্যান্ডের মতো বড় দেশগুলোর কঠোর সমালোচনা করেছেন কামিন্সের পূর্বসূরি স্টিভ ওয়াহ। টেস্ট ক্রিকেটকে টিকিয়ে রাখতে গেলে আরও বেশি ম্যাচ ফি দিয়ে আরও বেশি খেলোয়াড়কে উৎসাহিত করতে হবে বলেও মনে করেন তিনি। প্রায় একই রকম কথা বলেছেন খাজাও।

ফক্স ক্রিকেটকে খাজা বলেন, 'আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে, অন্য কিছু দল দুর্ভাগ্যজনকভাবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলে সেভাবে টাকা পায় না। এটি আসলে মূল কারণগুলোর একটি। আমি জানি, কারণ অন্যান্য দেশের খেলোয়াড়দের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করেছি, তাদের গড় বেতন কত, দেশের হয়ে ম্যাচ খেলার চুক্তি কেমন।'

এরপর খাজা বলেন, 'সব কটি বোর্ডের আর্থিক অবস্থা কেমন, সেটা দেখাটা দারুণ হবে। তারা কি ভুগছে, অর্থ কি ঠিক জায়গায় যাচ্ছে, এটি কি খেলোয়াড়েরা পাচ্ছে। তাদের জন্য একটা পথ বের করতে হবে, যাতে আন্তর্জাতিক, বিশেষ করে টেস্ট ক্রিকেট খেলতে আরও উৎসাহিত হয়। এ ক্ষেত্রে সব বোর্ডের দিক থেকে সচ্ছতা লাগবে, কীভাবে সেরা উপায়ে তারা খেলোয়াড়দের টাকা দিতে পারে।'

১৫ ম্যাচ পরই ছাঁটাই ওয়েইন রুনি

প্যারিস ঃ মাত্র ১৫ ম্যাচ ও ৮৩ দিনেই কোচ ওয়েইন রুনিকে ছাঁটাই করল চ্যাম্পিয়নশিপের ক্লাব বার্মিংহাম সিটি। গত বছরের ১১ অক্টোবর কোচ জন ইউসটাসকে বিদায় করে ৩৮ বছর বয়সী রুনিকে দায়িত্ব দেয় বার্মিংহাম। কিন্তু এই কিংবদন্তি ইংলিশ ফুটবলারও কোচ হিসেবে টিকতে পারলেন না ক্লাবটিতে। আজ এক বিবৃতিতে রুনির ছাঁটাইয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বার্মিংহাম। বাজে পারফরম্যান্সের কারণে কয়েক দিন দিন ধরে রুনির ছাঁটাই হওয়ার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সেটিই আজ সত্য হলো। রুনির ছাঁটাইয়ের ঘোষণায় বার্মিংহামের দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'বার্মিংহাম সিটি আজ কোচ ওয়েইন রুনি ও কার্ল রবিনসনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাঁদের সর্বোচ্চ চেষ্টার পরও প্রত্যাশামতো ফল আসছিল না। যে কারণে বোর্ড ক্লাবের ভালোর জন্য এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।'

ছাঁটাই হওয়ার পর বিবৃতি দিয়েছেন রুনি নিজেও, 'আমি টম ওয়েঙ্গার, টম বার্ডি এবং গ্যারি কুককে (ক্লাবের শীর্ষ কর্মকর্তা) বার্মিংহামের কোচ হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। ক্লাবে স্বল্প সময়ে দায়িত্ব পালনকালে তাঁরা আমাকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করেছেন।' এর আগে ইউসটাসকে বার্মিংহাম যখন ছাঁটাই করে, তখন পয়েন্ট তালিকায় বার্মিংহামের অবস্থান ছিল ছয়ে। কিন্তু রুনি দায়িত্ব নেওয়ার পর একেবারেই ভালো করতে পারেনি ক্লাবটি। ফলে সোমবার লিডস ইউনাইটেডের কাছে ৩-০ গোলে হারের পর তারা নেমে যায় ২০ নম্বরে।

রুনির অধীনে ১৫ ম্যাচের ৯টিতেই হেরেছে বার্মিংহাম। যার ফলস্বরূপ শেষ পর্যন্ত এখন বিদায় নিতে হচ্ছে এই ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কিংবদন্তিকে। এর আগে ইংলিশ ক্লাব ডার্বি কাউন্টি এবং এমএলএসের ডিসি ইউনাইটেডের দায়িত্ব পালন করেন রুনি।

বিশ্বে কী আমেরিকা ও পশ্চিমা দেশগুলোর প্রভাব কমতে শুরু করেছে?

নিউ ইয়র্ক (ওয়েবডেস্ক)ঃ আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক মঞ্চে গত এক বছরে বেশ কিছু বাধা বিপত্তির মুখোমুখী হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং অন্যান্য পশ্চিমা শক্তিশালী গণতান্ত্রিক দেশগুলো।

এখনও পর্যন্ত এই বিপত্তি চরম বিপর্যয়ের আকার না নিলেও, এগুলো দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা যুক্তরাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত পশ্চিমা মূল্যবোধের প্রভাব বলয় থেকে ক্ষমতার ভারসাম্যের পরিবর্তনের দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে।

একাধিক ক্ষেত্রে পশ্চিমা স্বার্থের ঠিক বিপরীতে হাওয়া বইছে।

দেখে নেওয়া যাক কেন এই পরিবর্তন আর এর ভবিষ্যতই বা কী?

ইউক্রেন

কৃষ্ণ সাগরে সাম্প্রতিক কিছু সাফল্য পাওয়া সত্ত্বেও, এই যুদ্ধ ইউক্রেনের পক্ষে যায়নি। অর্থাৎ যুদ্ধ যদি আরো চলতে থাকে তাহলে তা ন্যাটো এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠবে।

ইতিমধ্যে তারা (নেটো এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন) ইউক্রেনকে যুদ্ধ চালাতে এবং ওই দেশের অর্থনীতিকে লক্ষ লক্ষ ডলার ঢেলেছে।

অথচ গত বছর এই সময় পর্যন্তও নেটো ইউক্রেনের বিষয়ে বেশ আশাবাদী ছিল।

তারা ভেবেছিল, আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র এবং পশ্চিমা প্রশিক্ষণ পেলে ইউক্রেনের সৈন্যরা রাশিয়াকে হারিয়ে তাদের দখলে থাকা অংশ ফিরিয়ে আনতে পারবে, ঠিক যেমনটা আগে পেরেছিল।

তবে বলা বাহুল্য, এবারে ইউক্রেনের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। সমস্ত সমস্যার মুলে ছিল সময় নির্ধারণের বিষয়টা।

নেটোর অন্তর্গত দেশগুলো 'ব্রিটেনের চ্যালেঞ্জার২' এবং 'জার্মানির লেপার্ড২'-এর মতো অত্যাধুনিক 'মেন ব্যাটেল ট্যাঙ্ক' ইউক্রেনে পাঠানোর সাহস আদৌ দেখাবে কি না, তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতেই অনেকটা সময় চলে গিয়েছিল। দীর্ঘসূত্রিতার পেছনে ছিল একটাই আশঙ্কা যদি তাদের এই পদক্ষেপ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে প্রতিশোধ নিতে প্ররোচনা যোগায়। যদিও শেষ পর্যন্ত পশ্চিমারা ট্যাঙ্ক সরবরাহ করেছিল এবং প্রেসিডেন্ট পুতিন কিছু করেননি।

তবে বেশ কিছুটা সময় চলে যাবার পরে যখন জুন মাসে যুদ্ধের জন্য তারা প্রস্তুত হয়েছে, ততদিনে, রাশিয়ান কমান্ডাররা মানচিত্র পর্যবেক্ষণ করে সঠিক ভাবে অনুমান করে ফেলেছেন ইউক্রেন ঠিক কোন দিক থেকে জোরাল চেষ্টা চালাবে।

ইউক্রেনের সৈন্যবাহিনীকে রণকৌশল বদলে প্রতিরক্ষামূলক পন্থা নিতে হয়েছে।

রাশিয়া আন্দাজ করতে পেরেছিল, ইউক্রেন জাপোরিঝিয়া ওবলাস্ট হয়ে আজোভ সাগরের দিকে দক্ষিণে এগোতে হতে চায়। তারা এটাও অনুমান করতে পারে, ইউক্রেন চাইছে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যুহের মধ্যে দুটি ভাগ করে ফেলতে এবং মূল ভূখণ্ড থেকে ক্রাইমিয়াকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে।

প্রসঙ্গত, ২০২২ সালে কিয়েভ দখল করতে রুশ সেনাবাহিনী বিফল হলেও তাদের প্রতিরক্ষা ক্ষমতা এখনো নজিরবিহীন।

ইউক্রেনের সৈন্যবাহিনী ২০২৩এর প্রথমার্ধে ব্রিটেন ও অন্য জায়গায় বিশেষ প্রশিক্ষণ নিতে আর যুদ্ধের জন্য ট্যাঙ্কগুলোকে পূর্ব থেকে সম্মুখ সমরে পাঠাতে যে সময়টা নিয়েছে, ততদিনে রাশিয়া আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে বড় এবং দীর্ঘ বিস্তৃত প্রতিরক্ষামূলক ব্যুহ তৈরি করে ফেলেছে।

সকল সরঞ্জাম নিয়ে ইউক্রেন যখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত, তখন রাশিয়ান কমান্ডাররা মানচিত্রটি দেখে সঠিকভাবে অনুমান করে ফেলেন যে ঠিক কোথায় ইউক্রেনের প্রচেষ্টা সবচেয়ে জোরাল হতে চলেছে।

ইউক্রেনের পরিকল্পনা ব্যর্থ করতে অ্যান্টিট্যাঙ্ক মাইন, অ্যান্টিপার্সোনাল মাইন, বাঙ্কার, খাদ, ট্যাঙ্ক ফাঁদ, ড্রোন এবং আর্টিলারি মজুদ করে রাশিয়া ততদিনে যুদ্ধের জন্য তৈরি। ফলে, ইউক্রেনের বহুল আলোচিত পাল্টা আক্রমণ ব্যর্থ হয়।

ফলে সবমিলিয়ে ইউক্রেন এবং পশিমাদের সমীকরণ ভুল দিকে যাচ্ছে। ইউক্রেনের গোলাবারুদ ও সৈন্যের সংকট দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে, ইউক্রেনকে সাহায্য করতে হোয়াইট হাউজের ছয় হাজার কোটি ডলারের সামরিক সহায়তার প্রচেষ্টাকে আটকে রেখেছে কংগ্রেস। অন্যদিকে, হাঙ্গেরি আটকে রেখেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পাঁচ হাজার কোটি ইউরোর তহবিল।

এর মধ্যে একটি বা দু'টি সহায়তা প্যাকেজই হয়ত শেষ পর্যন্ত সবুজ সংকেত পেয়ে যেতে পারে। কিন্তু তাতে হয়তো ইউক্রেনের জন্য অনেকটা দেরী হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে ইউক্রেনের সৈন্যবাহিনীকে রণকৌশল বদলে প্রতিরক্ষামূলক পন্থা নিতে হয়েছে।

এদিকে, মস্কোর অর্থনীতি কিন্তু যুদ্ধের বিষয়টাকেই সব চাইতে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। রাশিয়া তাদের বাজেটের এক তৃতীয়াংশ প্রতিরক্ষায় ব্যয় করেছে ইউক্রেনের ফ্রন্ট লাইনে হাজার হাজার সৈন্য মোতায়েন করতে আর এবং বিপুল পরিমাণ ক্ষেপণাস্ত্রের উপর।

স্বাভাবিক ভাবেই এই পরিস্থিতি ইউক্রেনের জন্য খুবই হতাশাজনক। তারা ভেবেছিল, এতদিনে হয়ত যুদ্ধের ফল তাদের পক্ষে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হল, পশ্চিমাদের কাছে কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ?

এটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ ভ্লাদিমির পুতিন, যিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রায় দুই বছর আগে এই আক্রমণের আদেশ দিয়েছিলেন, বিজয় ঘোষণা করার জন্য যে অঞ্চলটা রাশিয়ার দখল করেছে (ইউক্রেনের প্রায় ১৮ শতাংশ) শুধুমাত্র সেটা ধরে রাখতে হবে।

ইতিমধ্যে, নেটো তার মিত্রপক্ষ ইউক্রেনকে সমর্থন করতে অস্ত্রাগার খালি করে দেওয়ার পাশাপাশি যুদ্ধের জন্য আর যা যা প্রয়োজন সবই করেছে।

তবে রাশিয়ার আগ্রাসনকে প্রতিহত করতে নেটোরর এই প্রচেষ্টা হয়ত 'বিব্রতকর ব্যর্থতায়' পরিণত হতে পারে। এদিকে বাল্টিক রাষ্ট্র এস্তোনিয়া, লাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়ার মতো নেটোর সদস্য দেশগুলো নিশ্চিত যে ভ্লাদিমির পুতিন যদি ইউক্রেনে সফল হতে পারেন, তাহলে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে তাদের (নেটোর অন্তর্গত ওই তিনটি দেশ) দিকেও ধেয়ে আসবে।

ভ্লাদিমির পুতিন

থিওরি মতে, রুশ প্রেসিডেন্ট একজন কিন্তু 'ওয়ান্টেড'-এর তালিকায় রয়েছেন।

দ্য হেগ-এর আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত এবং তার শিশু অধিকার কমিশনার ইউক্রেনীয় শিশুদের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে ২০২৩ এর মার্চ মাসে তাকে অভিযুক্ত করেছে।

পশ্চিমারা আশা করেছিল এর পর হয়ত আন্তর্জাতিকস্তরে ভ্লাদিমির পুতিনকে 'একঘরে' করে দেওয়া হবে। একই সঙ্গে, গ্রেপ্তার এবং দ্য হেগ-এ নির্বাসনের ভয়ে তিনি নিজের দেশেই সীমাবদ্ধ থাকবেন। তবে তা হয়নি।

এই অভিযোগের পর থেকে প্রেসিডেন্ট পুতিন বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। কিরগিজস্তান, চীন, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরবে তিনি সমাদরও পেয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিক্স-এর শীর্ষ সম্মেলনেও ভার্চুয়ালি অংশ নিয়েছেন তিনি।

মনে করা হয়েছিল, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)-এর তরফে জারি করা একের পর এক নিষেধাজ্ঞা রাশিয়ার অর্থনীতিকে প্রায় ভেঙে ফেলবে যা মি পুতিনকে তার আগ্রাসন প্রত্যাহার করতে বাধ্য করবে।

তবে রাশিয়া যে এই নিষেধাজ্ঞাগুলো মোকাবিলা করতে সক্ষম তা প্রমাণ করে দিয়েছে। তারা চীন এবং কাজাখস্তানের মতো অন্যান্য দেশের মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্যও সংগ্রহ করেছে। এটা ঠিক যে, পশ্চিমারা নিজেদের সরিয়ে নিলেও, মস্কো তেল এবং গ্যাসের গ্রাহক হিসাবে অন্যান্যদের পেয়েছে।

বাস্তবে দেখা গিয়েছে, ইউক্রেনে পুতিনের আগ্রাসন এবং দখলের সময় দেখানো নৃশংসতা পশ্চিমা দেশগুলোর কাছে ঘৃণ্য হলেও বাকি বিশ্বের কাছে তা মোটেই তেমনটা নয়। অনেক দেশ এটাকে ইউরোপের সমস্যা হিসেবে দেখছে। কেউ আবার বলেছে রাশিয়াকে উস্কানোর জন্য নেটো দায়ী। এই দেশগুলো অবশ্য রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীর অত্যাচার এবং হেনস্থা পর ইউক্রেনের যে অবস্থা হয়েছে সেদিকে বিশেষ নজর দেয়নি।

গাজা

সম্প্রতি রিয়াদে এক শীর্ষ সম্মেলনে আরবের মন্ত্রীরা বলেছিলেন, পশ্চিমা দেশগুলো 'দ্বিচারী'। তারা বলেছিলেন, তোমাদের সরকারগুলো সব ভণ্ড।

''কি আশা করেন আমরা ইউক্রেনে বেসামরিক নাগরিকদের হত্যার জন্য রাশিয়ার নিন্দা করব যেখানে আপনারা গাজায় যুদ্ধবিরতি প্রত্যাখ্যান করেছেন। সেখানেও তো হাজার হাজার বেসামরিক নাগরিকদের মারা হচ্ছে!''

ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ স্পষ্টতই সমস্ত গাজাবাসীর জন্য এবং সাতই অক্টোবর দক্ষিণ ইসরায়েলে হামাসের প্রাণঘাতী আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত ইসরায়েলিদের জন্য বিরাট বিপর্যয়। পশ্চিমাদের জন্যও এই যুদ্ধ ক্ষতিকারক।

এই যুদ্ধ বিশ্বের মনোযোগ নেটো মিত্র গোষ্ঠী ইউক্রেনের উপর থেকে সরিয়ে নিয়েছে।

প্রসঙ্গত, রাশিয়ার আগ্রাসান থামাতে ইউক্রেন এখন হিমশিম খাচ্ছে। কিয়েভ থেকে মার্কিনদের সামরিক সহায়তা সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত আবার ইসরায়েলের পক্ষে গিয়েছে।

কিন্তু সর্বোপরি বিশ্বের অনেক মুসলমান এবং অন্যান্যদের দৃষ্টিতে আমেরিকা এবং ব্রিটেনকে গাজার ধ্বংসাত্মক পরিণতির অংশীদার বলেও অভিযোগ তুলেছে। কারণ তারা ইসরায়েলকে জাতিসংঘে সুরক্ষা দিয়েছে। রাশিয়ার যাদের বিমান বাহিনী সিরিয়ার আলেপ্পো শহরে ব্যাপক বোমা বর্ষণ করেছে, তারা কিন্তু গত সাতই অক্টোবর থেকে মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক শক্তি বৃদ্ধির প্রমাণ পেয়েছে। যুদ্ধ ইতিমধ্যে দক্ষিণ লোহিত সাগরে ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে ইরান সমর্থিত হুতিরা জাহাজগুলিতে বিস্ফোরক ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করছে। এর ফলে পণ্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে কারণ বিশ্বের প্রধান শিপিং সংস্থাগুলো তাদের যাত্রাপথ আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে ঘুরিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে।

ইরান

ইরানকে নিয়ে আশঙ্কা করা হচ্ছে তারা গোপনে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করছে। এই অভিযোগ যদিও তারা অস্বীকার করেছে। এই প্রেক্ষিতে পশ্চিমাদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ইরানকে 'একঘরে' করা সম্ভবই হয়নি বরং ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, ইয়েমেন এবং গাজা জুড়ে 'প্রক্সি মিলিটারি' মোতায়েনের মাধ্যমে নিজেদের সামরিক ঘাঁটি প্রসারিত করেছে যাকে তারা অর্থ যোগায়, প্রশিক্ষণ দেয় এবং অস্ত্র সরবরাহও করে। ইরান এই বছর মস্কোর সাথে একটি ঘনিষ্ঠ জোট তৈরি করেছে, যা স্পষ্টতই ইউক্রেনের বিভিন্ন শহরে ড্রোন হামলা চালানোর জন্য বিশাল ভাণ্ডারের যোগান দেবে। গাজায় যুদ্ধ থেকে ইরান কিন্তু উপকৃত হয়েছে। 'ফিলিস্তিনিদের স্বার্থের' কথা বলে এই দেশ মধ্যপ্রাচ্যে নিজের জায়গা তৈরি করতে পেরেছে।

আফ্রিকার সাহেল

পশ্চিম আফ্রিকার সাহেল অঞ্চলের একের পর এক দেশ সামরিক অভ্যুত্থানের কাছে নতি স্বীকার করছে, যার ফলে ইউরোপীয় বাহিনীকে ওই অঞ্চল থেকে বের হয়ে যেতে হয়েছে। ওই অঞ্চলগুলোতে জিহাদি বিদ্রোহ মোকাবিলা করতে সাহায্য করছিল ইউরোপীয় বাহিনী। মালি, বুরকিনা ফাসো এবং মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের সাবেক ফরাসি উপনিবেশগুলি ইতিমধ্যে ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছে। এর কারণ গত জুলাইয়ে আরেকটি সামরিক অভ্যুত্থানের সময় নাইজারে পশ্চিমাপন্থী রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। ইতিমধ্যে, ফরাসি সৈন্যরা দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে, যদিও দু'টি ঘাঁটিতে এখনও ৬০০ মার্কিন সেনা রয়ে গেছে। ফরাসি এবং আন্তর্জাতিক বাহিনীর পরিবর্তে ওয়াগনার গোষ্ঠীর ভাড়াটে রাশিয়ান সৈন্যরা এসেছে। গত আগস্টে একটি বিমান দুর্ঘটনায় নেতা ইয়েভগেনি প্রিগোজিনের রহস্যজনক মৃত্যু সত্ত্বেও তার লাভজনক ব্যবসায়িক চুক্তিগুলি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে এই গোষ্ঠী। এদিকে, দক্ষিণ আফ্রিকা যাকে এক সময় পশ্চিমাদের মিত্র হিসাবে মনেকরা হত, তারা রাশিয়া ও চীনের যুদ্ধজাহাজের সঙ্গে যৌথ নৌ মহড়া চালিয়ে আসছে।

উত্তর কোরিয়া

নিষিদ্ধ পারমাণবিক অস্ত্র ও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচির কারণে ডেমোক্রেটিক পিপলস রিপাবলিক অফ কোরিয়ার উচিৎ কঠোর আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা। তবে এ বছর তারা রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। ইতিমধ্যে, কিম জং উন রাশিয়ার একটি স্পেসপোর্ট পরিদর্শন করেছেন, এরপরই উত্তর কোরিয়া ইউক্রেনে যুদ্ধরত রুশ বাহিনীর কাছে ১০ লক্ষ আর্টিলারি শেল পাঠিয়েছে। অন্যদিকে, তারা (উত্তর কোরিয়া) বেশ কয়েকটি আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছে। এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলো মহাদেশীয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশিরভাগ অংশে আঘাত হানতে সক্ষম বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

চীন

সান ফ্রান্সিসকোতে প্রেসিডেন্ট বাইডেন ও শি'র মধ্যে একটি সফল শীর্ষ বৈঠকের পর বেইজিং ও ওয়াশিংটনের মধ্যে 'সমস্যা' কিছুটা কমেছে। কিন্তু চীন দক্ষিণ চীন সাগরের বেশিরভাগ অংশের উপর তাদের দাবি থেকে সরে আসার কোনও লক্ষণ দেখায়নি। বরং তারা একটা নতুন স্ট্যান্ডার্ড মানচিত্র জারি করেছে যা এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় বেশ কয়েকটি দেশের উপকূলরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। অন্যদিকে, তাইওয়ানের ওপর তাদের দাবিও চীন ছাড়েনি। প্রয়োজনে বল প্রয়োগ করে 'ফিরিয়ে নেওয়ার' অঙ্গীকারও করেছে তারা।

আশাবাদী হওয়ার কারণ আছে কি?

এই হতাশাজনক পরিস্থিতিতে পশ্চিমা দেশগুলোর পক্ষে আশার আলো দেখা সম্ভবত কঠিন। কিন্তু পশ্চিমা দেশগুলের পক্ষে যে বিষয়টি রয়েছে, তা হল - ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের বন্ধ করতে গিয়ে নেটোর অন্তর্গত দেশগুলো তাদের প্রতিরক্ষামূলক লক্ষ্য আরও একবার আবিষ্কার করেছে। পশ্চিমা ঐকমত্য অনেককে বিস্মিত করেছে যদিও এতে কিছু ফাটল দেখা দিতে শুরু করেছে।

তবে এ বিষয়ে উন্নতির সর্বাধিক সম্ভাবনা রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে। এর আংশিক কারণ হল গাজা-ইসরায়েল সীমান্তের দু'পাশে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ ঘটনা।

ভবিষ্যতের ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের বিষয়ে তোলা প্রশ্নের সমাধান সাতই অক্টোবরের আগে প্রায় পরিত্যাগ করা হয়েছিল। ইসরায়েল ভেবেছিল নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদের সমস্যার সমাধান হতে পারে, এর জন্য পৃথক রাষ্ট্রের প্রয়োজন নেই।

এই ধারণা কিন্তু ইতিমধ্যে মারাত্মক ত্রুটিপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছে। একাধিক আন্তর্জাতিক নেতা বলেছেন, ফিলিস্তিনিরা যদি শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে বসবাস করতে না পারে তাহলে ইসরায়েলের পক্ষেও সেটা সম্ভব হবে না। এই সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি এটা সফল হয় তবে উভয় পক্ষকেই 'কষ্টদায়ক সমঝোতা' এবং আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এখন অন্তত এটা বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছে-এটা নিশ্চিত।

টুকরো খবর

ইসরো ব্ল্যাকহোল নিয়ে গবেষণার উদ্দেশ্যে নতুন বছরের প্রথম দিন মহাকাশে রকেট পাঠালো

নয়াদিল্লি (ওয়েবডেস্ক)ঃ ২০২৩ সালে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো চন্দ্রযান-৩এর মাধ্যমে চন্দ্রাভিযানে বড় সাফল্য পেয়েছে। ২০২৪ সাল শুরু হওয়ার সঙ্গেই ইসরোর আরও এক ঐতিহাসিক অভিযান শুরু হতে চলেছে। নতুন বছরের প্রথম দিন সোমবার ১ জানুয়ারি ভারতীয় সময় সকাল ৯টা ১০ মিনিটে অন্ধ্র প্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস রিসার্চ সেন্টার থেকে মহাকাশে পাড়ি দেয় এক্সপোস্যাট স্যাটেলাইট। দেশের প্রথম এক্সরে পোলারিমিটার স্যাটেলাইট বা এক্সপোস্যাট (XPoSat) উৎক্ষেপণ করতে চলেছে ইসরো। পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল বা পিএসএলভি, রকেটে চাপিয়ে এক্সপোস্যাটকে পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথে পৌঁছে দেবে। সেখানে বসেই নিউট্রন তারার জন্মমৃত্যু, কৃষ্ণগহ্বরদের শিকারপর্ব, মহাকর্ষীয় তরঙ্গের বিচ্ছুরণ দেখবে ইসরোর স্যাটেলাইট। সেই গবেষণার খবর পাঠাবে পৃথিবীতে। পৃথিবী থেকে কয়েক লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে গ্যালাক্সি ক্লাস্টার বা নক্ষত্রপুঞ্জের ভেতরে বিশালাকৃতি সব ব্ল্যাকহোল খোঁজ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এত বিশাল ও ভারী ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণগহ্বরের খোঁজ আগে মেলেনি। সেইসব ব্ল্যাকহোলদের সন্ধান দিতেই মহাকাশে যাচ্ছে ইসরোর এক্সপোস্যাট। পৃথিবীর মাটি ছেড়ে ৫০০ থেকে ৭০০ কিলোমিটার উঁচুতে উঠবে এক্সপোস্যাট। তার পর নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবে। মহাকাশে পাঁচ বছর ধরে ব্ল্যাকহোল, নিউট্রন তারাদের খবর অনুসন্ধান করবে এক্সপোস্যাট। বিজ্ঞানীরা বলছেন, কৃষ্ণগহ্বরেরা ছায়াপথের ঠিক যেখানে রয়েছে তার চারপাশে জমে থাকা পুরু গ্যাস ও ধুলোবালির মেঘ টেনে নিচ্ছে সেই তারা। 'গ্র্যাভিটেশনাল লেন্সিং' দিয়ে ব্ল্যাকহোলদের নিরীক্ষণ করছেন বিজ্ঞানীরা। এবার মহাশূন্যে তাদের সামনে থেকে দেখবে ইসরোর স্যাটেলাইট। যে কোনও গ্যালাক্সির মাঝে থাকা ব্ল্যাক হোলের অভিকর্ষ টান খুব বেশি হয়। ঘন জমাট বাঁধা গ্যাসের মেঘ কাছে এসে পড়লে ব্ল্যাকহোলগুলি তাদের জোরালো অভিকর্ষ বলের টানে সেগুলিকে গিলে নেয়। সেগুলি আর ব্ল্যাক হোল থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। তারপর তার ভিতর থেকে উজ্জ্বল আলোর বিচ্ছুরণ দেখা যায়। যেগুলি আসলে প্রচণ্ড শক্তিশালী এক্সরে বা গামারশ্মির স্রোত। যতক্ষণ এই খাবার প্রক্রিয়া চলে, ততক্ষণ এই তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ বেরিয়ে আসতে থাকে গ্যালাক্সি থেকে। পৃথিবী থেকে ২৫ কোটি আলোকবর্ষ দূরে জিএসএন০৬৯ (ক্সক্ষা০৬৯) বিশালাকৃতি ব্ল্যাকহোলের সন্ধান কয়েক মাস আগেই পেয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা। এর আগে খোঁজ মিলেছিল দু'টি স্টেলার মাস (Steller Mass) ব্ল্যাকহোলের, যারা দৈর্ঘ্যপ্রস্থে সূর্যের প্রায় দ্বিগুণ। এতদিন নাসা ও ইউরোপীয়ান স্পেস এজেন্সি এই ব্ল্যাকহোলদের সন্ধান দিত। এখন থেকে ইসরোও কৃষ্ণগহ্বরদের সম্পর্কে বিভিন্ন অজানা তথ্যের সন্ধান দিতে পারবে।

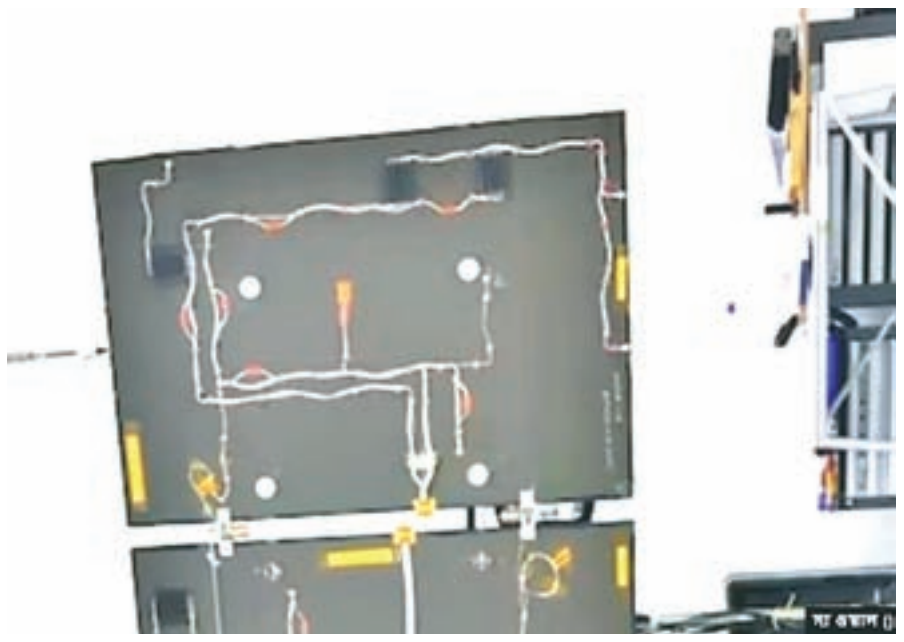

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বুধবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
03:01:2024

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

'দাপুটে নেতা, তবু ভোটে নেই ৫৩ এমপি'

ঢাকা : দাপুটে নেতা, তবু ভোটে নেই ৫৩ এমপি এটি দৈনিক সমকাল পত্রিকার প্রথম পাতার খবর। এতে বলা হয়, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৫৩ জন দাপুটে নেতা এবার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে না। এই এমপিদের ভাষ্য, 'দলের নির্দেশেই' তারা এবার নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। এই নেতাদের ৪৮ জন আওয়ামী লীগের, ৩ জন জাতীয় পার্টির এবং ২ জন শরিক দলের। তাদের কেউ কেউ টানা তিনবারের এমপি এবং অধিকাংশই গত নির্বাচনে ৭০ থেকে ৯৬ শতাংশ পর্যন্ত ভোট পেয়ে সংসদে গা রাখেন। বিপুল জনপ্রিয়তার প্রমাণ দেওয়া এই এমপিরা দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অনিয়মের গুরুতর অভিযোগে জনপ্রিয়তা হারিয়ে মৃতপ্রায় প্রার্থী হওয়ারও সাহস দেখাননি বলে আলোচনা রয়েছে। যদিও মনোনয়ন না পাওয়া এই এমপিদের নাবি, দলের সিদ্ধান্তের প্রতি 'অনুগত' দেখিয়ে তারা প্রার্থী হননি। বিএনপি'র মতো বড় দল আগামী সাতই জানুয়ারির সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে না। তাই এবার শুরু থেকেই নির্বাচনকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করতে দলের নেতাদের মৃতপ্রায় প্রার্থী হতে উৎসাহ দিয়েছিল আওয়ামী লীগ এবং সেই ধারাবাহিকতায় অনেক বর্ষীয়ান নেতাকে মনোনয়নও দেয় নি দলটি।

শক্তিশালী ভূমিকম্পের পর 'সময়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে' জাপানিরা

টোকিও (এজেন্সী)ঃ নতুন বছরের প্রথম দিন সোমবার জাপানে আঘাত হানা শক্তিশালী ভূমিকম্পে নিহত মানুষের সংখ্যা এখন পর্যন্ত ৪৮ জন বলে নিশ্চিত করেছেন দেশটির ইশিকাওয়া অঞ্চলের কর্মকর্তারা। মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ওই অঞ্চলটি ছিল ৭.৬ মাত্রার ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল, যার ফলে সমুদ্রে বড় বড় ঢেউয়ের সৃষ্টি হয় এবং বহু ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্থানীয় সময় ৪টা ১০ মিনিটে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। ভূমিকম্পটি হোনশু দ্বীপের নোটো প্রদেশে আঘাত করলে সেখানকার কর্মকর্তারা উপকূলীয় এলাকার লোকজনকে উঁচু জায়গায় সরে যাওয়ার আহ্বান জানান।

এই ভূমিকম্পে সার্বিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও অজানা, তবে বেশ কয়েকটি শহরে কয়েক ডজন ভবন ধসে পড়েছে এবং ধ্বংসস্তূপের নিচে বেশ কিছু মানুষ আটকা পড়েছে। উদ্ধারকর্মীরা এখন ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকা পড়ে থাকতে পারে এমন লোকদের সন্ধান করছেন, কিন্তু অবরুদ্ধ রাস্তা, ভাঙা গাড়ি ও বিধ্বস্ত বাড়িঘর উদ্ধারকাজে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই অনুসন্ধানকে সময়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলে বর্ণনা করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা।

দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সন্ধান ও উদ্ধারের জন্য আমাদের সময়ের সাথে দৌড়াতে হবে, বলেন প্রধানমন্ত্রী কিশিদা।

অসংখ্য হতাহতের ঘটনা, ভবন ধসে পড়া এবং অগ্নিকাণ্ডসহ খুব ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি নিশ্চিত করা যাচ্ছে, তিনি জানান। এদিকে উদ্ধারকারীদের জন্য নোটো উপদ্বীপের উত্তর প্রান্তে পৌঁছানো কঠিন হয়ে উঠেছে।

ক্ষতিগ্রস্ত অনেক এলাকায় প্রয়োজনীয় নানা পরিষেবাসহ বেশিরভাগ রেল পরিষেবা, ফেরি ও ফ্লাইট স্থগিত করা হয়েছে, ফলে উদ্ধার কাজ আরও জটিল হয়ে উঠছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে জাপানের কিয়োডো সংবাদ সংস্থা জানাচ্ছে, তিনটি এলাকায় ১৯টি চিকিৎসা কেন্দ্রে বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে, ফলে কিছু হাসপাতাল রোগীদের স্থানান্তরের কথা বিবেচনা করছে।

প্রায় ৩৩ হাজার পরিবারকে বিদ্যুতের অভাবের কারণে রাতারাতি হিমাঙ্ক বা তারও নিচের তাপমাত্রা সহ্য করতে হচ্ছে।

হাজার হাজার মানুষ আশ্রয় কেন্দ্রে থাকছে। জাপানি সামরিক বাহিনী বাড়িঘর ছেড়ে যেতে বাধ্য হওয়া লোকদের খাবার, পানি ও কম্বল সরবরাহ করছে।

ভূমিকম্পের পর জাপানের আবহাওয়া সংস্থা জাপান সাগরে বড় সুনামি'র সতর্কতা জারি করলেও পরে অবশ্য তা তুলে নেয়া হয়েছে, যার অর্থ সুনামির ঝুঁকি আর নেই।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যেকোনো প্রযত্নেনীয় সহায়তা করতে প্রস্তুত থাকার কথা জানিয়েছেন। জাপানি জনগণের জন্য আমরা যে কোনও প্রযত্নেনীয় সহায়তা দিতে প্রস্তুত, বলেছেন মি. বাইডেন।

তিনি আরও বলেছেন, জাপানের জনগণের জন্য তিনি প্রার্থনা করছেন এবং তার প্রশাসন জাপানি কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করছে।

ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান একটি গভীর বন্ধুত্বের বন্ধন ভাগ করে নেয়, যেটা আমাদের জনগণকে একত্রিত করে, মি বাইডেন বলেন।

এদিকে যুক্তরাজ্যও জাপানকে সহায়তা করতে প্রস্তুত এবং সোমবারের ভূমিকম্পের পর উদ্ধার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছে বলে জানিয়েছেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক।

আন্তর্জাতিক শিপিং লেনে নজরদারি বাড়াতে কোস্ট গার্ডের সঙ্গে যৌথ নিরাপত্তা ভারতীয় নৌবাহিনীর

মুম্বাই ঃ ইসরাইল-হামাস যুদ্ধের পর থেকে উত্তর ও মধ্য আরব সাগর এবং এডেন উপসাগরে আন্তর্জাতিক শিপিং লেন দিয়ে চলাচলকারী বাণিজ্যিক জাহাজগুলির ওপর হামলার ঘটনা বেড়েছে। তারই জেরে এবার আন্তর্জাতিক শিপিং লেনে নজরদারি বাড়াতে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করল ভারতীয় নৌবাহিনী। রবিবার ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ সালের শেষ দিনটিতে সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া এক বিবৃতিতে নৌবাহিনী জানিয়েছে, ভারত মহাসাগরে নতুন করে নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি হওয়ায় তারা কোস্ট গার্ডএর সঙ্গে যৌথভাবে নিরাপত্তা তদারকি শুরু করেছে। এই কাজে লাগানো হচ্ছে ডেস্ট্রয়ার এবং ফ্রিগেট সমন্বিত নেভাল টাস্ক গ্রুপগুলিকে। সামুদ্রিক নিরাপত্তা অভিযান পরিচালনা করতে এবং কোনও ঘটনা ঘটলে সাহায্য করবে এই টাস্ক গ্রুপগুলি। ডেস্ট্রয়ার এবং ফ্রিগেট ছাড়াও এবার থেকে জলপথের সুরক্ষায় ভারতীয় নৌবাহিনীর মানবহীন আকাশযান (ইউএভি) এবং সামুদ্রিক বিমানের নজরদারিও শুরু করা হয়েছে। এছাড়াও দূরপাল্লার এয়ারক্রাফ্ট পি ৮১ও নজরদারি চালাবে। সেনা সূত্রের খবর, সাগরে জলদস্যুদের শেষ আক্রমণের ঘটনাটি ঘটে গত ২৪ ডিসেম্বর। ভারতীয় উপকূলরেখা থেকে ৪০০ কিলোমিটার দূরে ড্রোনের সাহায্যে ভারতের বাণিজ্যিক জাহাজ এমভি কেম প্লুটোর ওপর ড্রোন হামলা চালিয়েছিল জলদস্যুরা। জাহাজটিতে ছিলেন ২০ জন ভারতীয় এবং ভিয়েতনামএর একজন নাগরিক। সে সময় কোস্ট গার্ড জাহাজ বিক্রমের সুরক্ষায় দু'দিন পর মুম্বই বন্দরে পৌঁছেছিল জলদস্যুদের হাতে আক্রান্ত এমভি কেম প্লুটো। সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া বিবৃতিতে নৌবাহিনী জানিয়েছে, শুধু এই একটি হামলার ঘটনায় নয়, গত কয়েক সপ্তাহে এডেন উপসাগর এবং মধ্যউত্তর আরব সাগরে আন্তর্জাতিক শিপিং লেন দিয়ে চলাচলকারী বাণিজ্যিক জাহাজগুলির ওপর জলদস্যুদের আক্রমণ বেড়েছে। গত ৭ অক্টোবর থেকে ইসরাইল-হামাস যুদ্ধ শুরু হয়। তারপর থেকেই সাগরে বাণিজ্যিক শিপিং লেনে ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ঘটনা বেড়েছে বলে জানিয়েছে ভারতীয় নৌ বাহিনী।

নতুন বছরের শুরুতেই দুষ্কৃতি হামলায় মৃত ৪, আহত একাধিক, পাঁচ জেলায় কার্ফু জারি

মণিপুর ঃ নতুন বছরের প্রথম দিন সোমবার ১ জানুয়ারি আবার অশান্ত হয়ে উঠল কুকি ও মেইতেই - দুই জনজাতি গোষ্ঠীর দাঙ্গা বিধ্বস্ত ভারতের উত্তর-পূর্বের রাজ্য মণিপুর। দুষ্কৃতীদের হামলায় এদিন প্রাণ হারিয়েছেন কমপক্ষে ৪ জন। গুরুতর আহত আরও অনেকে। এই ঘটনার পিছনে কারা জড়িত, তা এখনও জানা যায়নি। মণিপুরের পাঁচটি উপত্যকা জেলায় নতুন করে কার্ফু জারি করেছে সে রাজ্যের সরকার। সোমবারের ঘটনায় থৌবাল জেলার বাসিন্দাদের দাবি, একদল লোক মুখে কাপড় ঢাকা দিয়ে এসে এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে শুরু করে। তারা কারা, তা বলতে পারছেন না ওই জেলার মানুষেরা। হামলার ঘটনায় আহতদের সকলকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই চার জনের মৃত্যু হয়। বাকিরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, ঘটনার খবর পেয়েই মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংহ দলের বিধায়ক ও মন্ত্রীদের নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসেন। সেইসঙ্গে রাজ্যবাসীকে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। দোষীদের দ্রুত খুঁজে বের করে শাস্তি দেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এক ভিডিও বার্তায় এন বীরেন সিংহ বলেছেন, নিরীহ মানুষ হত্যার ঘটনায় আমি গভীর দুঃখ প্রকাশ করছি। অপরাধীদের ধরতে আমরা বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করেছি। আমি হাতজোড় করে লিলং (যেখানে ঘটনাটি ঘটেছে) বাসিন্দাদের কাছে অপরাধীদের খুঁজে বের করতে সরকারকে সাহায্য করার জন্য আবেদন করছি।

সরকারি সূত্রে খবর, এই ঘটনায় ফের উত্তেজনা ছড়ানোর আশঙ্কা করা হচ্ছে। সেইজন্যই থৌবাল, পূর্ব ও পশ্চিম ইম্ফল, বিষ্ণুপুর এবং কাকচিং জেলায় কার্ফু জারি করা হয়েছে।

গত শনিবার ২৯ ডিসেম্বর শনিবার ৩০ ডিসেম্বর থেকে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে মণিপুরে। শনিবার ভারতীয় সময় বিকেলে প্রথমে পুলিশের উপর হামলা চালায় জঙ্গিরা। মণিপুর ইম্ফল সড়কে পুলিশের কনভয়ের উপর হামলা চালানো হয়। সেদিন রাত্রেই মোরেক এ পুলিশের ব্যারাকে দ্বিতীয় হামলার ঘটনা ঘটে।

ইরানের যুদ্ধজাহাজ আলবোর্জ লোহিত সাগরে প্রবেশ করেছে, জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা তাসনিম

তেহরান (এজেন্সী) ঃ সোমবার আধা সরকারি বার্তা সংস্থা তাসনিম জানিয়েছে, ইরানের যুদ্ধজাহাজ আলবোর্জ লোহিত সাগরে প্রবেশ করেছে। ইসরাইল-হামাস যুদ্ধ এবং তেহরানের মিত্র বাহিনী সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন জাহাজে হামলার প্রেক্ষাপটে মূল শিপিং রুটে উত্তেজনা বৃদ্ধির সময় এটি ঘটলো। তাসনিম আলবোর্জের মিশনের বিশদ বিবরণ দেয়নি, তবে বলেছে, ইরানি যুদ্ধজাহাজগুলো ২০০৯ সাল থেকে জাহাজের রুট, জলদস্যুতা প্রতিরোধ এবং অন্যান্য কার্য সম্পাদনের জন্য উন্মুক্ত জলসীমায় কাজ করছে। নভেম্বর থেকে ইয়েমেনের ইরান সমর্থিত হুথিরা ইসরাইল-হামাস যুদ্ধে হামাসের প্রতি সমর্থন প্রদর্শনে লোহিত সাগরে জাহাজগুলোকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। প্রতিক্রিয়ায় অনেক বড় বড় শিপিং কোম্পানি সুয়েজ খাল দিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে আফ্রিকার কেপ অফ গুড হোপের আশেপাশের দীর্ঘ এবং আরও ব্যয়বহুল রুটে চলাচল করছে। সুয়েজ খাল দিয়ে বিশ্ব বাণিজ্যের প্রায় ১২ শতাংশ পরিচালিত হয়। নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ না করে সংবাস সংস্থা তাসনিম বলে, আলবোর্জ যুদ্ধজাহাজটি বাব এল-মান্দেব প্রণালী হয়ে লোহিত সাগরে প্রবেশ করেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের এক অসমর্থিত রিপোর্টে বলা হয়, এটি শনিবার পরের দিকে গিয়ে পৌঁছায়। আলভান্দ ডেস্ট্রয়ারটি বুশেহর সাপোর্ট ভেসেলের পাশাপাশি ইরানের নৌবাহিনীর ৩৪তম নৌবহরের একটি অংশ। এটি ২০১৫ সাল থেকে এডেন উপসাগর, ভারত মহাসাগরের উত্তরে এবং বাব এল-মান্দেব প্রণালীতে টহল দিতো বলে জানিয়েছে ইরানের প্রেস টিভি। যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চম নৌবহর বলেছে, তারা ইরানি নৌবাহিনীর পক্ষে কথা বলতে পারে না বা ইরানি জাহাজের গতিবিধি সম্পর্কে অসমর্থিত প্রতিবেদনের বিষয়ে মন্তব্য করতে পারে না। ১৪ ডিসেম্বর ইরানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মোহাম্মদ রেজা আশতিয়ানি লোহিত সাগরের প্রসঙ্গে বলেছিলেন, যে অঞ্চলে আমাদের প্রাধান্য আছে, সেখানে কেউ কিছু করতে পারবে না।